ইউনিট ২

শরিয়তের পরিচয়

ভূমিকা

ইসলামি শরিয়ত বলতে ইসলামি জীবন-পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে। মূলত আল্লাহ প্রদত্ত ও নবি (স.) প্রদর্শিত জীবন বিধানের নাম ইসলামি শরিয়ত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ইহকাল ও পরকাল একই সূত্রে গাঁথা। এতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই ইসলামি শরিয়ত ছাড়া ইসলামি জীবন-যাপন করা যায় না।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**এই ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ২৬ দিন।**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১ : শরিয়তের পরিচয়
পাঠ-২ : শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন
পাঠ-৩ : আল-কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ন
পাঠ-৪ : মাক্কি ও মাদানি সুরা
পাঠ-৫ : তিলাওয়াতে কুরআন
পাঠ-৬ : সুরা আশ-শামস
পাঠ-৭ : সুরা আদ-দুহা
পাঠ-৮ : সুরা আল-ইনশিরাহ
পাঠ-৯ : সুরা আত-তীন
পাঠ-১০ : সুরা আল-মাউন
পাঠ-১১ : শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : আস-সুন্নাহ
পাঠ-১২ : হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন
পাঠ-১৩ : হাদিস ১ : নিয়ত
পাঠ-১৪ : হাদিস ২ : ইসলামের ভিত্তি
পাঠ-১৫ : হাদিস ৩ : দানশিলতা
পাঠ-১৬ : হাদিস ৪ : বৃক্ষরোপণ
পাঠ-১৭ : হাদিস ৫ : বন্ধু নির্বাচন
পাঠ-১৮ : হাদিস ৬ : মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা

পাঠ-১৯ : হাদিস ৭ : পরোপকার
পাঠ-২০ : হাদিস ৮ : ব্যবসায়ে সততা
পাঠ:২১ : হাদিস ৯ : ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা
পাঠ-২২ : হাদিস ১০ : যিকির
পাঠ-২৩ : শরিয়তের তৃতীয় উৎস : আল-ইজমা
পাঠ-২৪ : শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আল-কিয়াস
পাঠ-২৫ : শরিয়তের আহকাম বিষয়ক পরিভাষা
পাঠ-২৬ : হালাল ও হারাম

পাঠ-১ : শরিয়তের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামি শরিয়তের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইসলামি শরিয়তের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শরিয়তের উৎস কয়টি তা জানতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	শরিয়ত, আকীদা-বিশ্বাস, খেয়াল-খুশি, সংস্কৃতি।

শরিয়তের পরিচয়

শরিয়ত (شَرِيْعَةٌ) অর্থ পথ, রাস্তা, নিয়ম ও পদ্ধতি। এটি জীবন-পদ্ধতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিভাষায় 'এমন পথ যে পথে চললে মানুষ হিদায়াত ও সঠিক পথ লাভ করতে পারে তাকে শরিয়ত বলা হয়।'
যে নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে আল্লাহর আনুগত্য করতে হয়, সে নিয়ম-কানুনকে শরিয়ত বলা হয়।

মহান আল্লাহ ও মহানবি (স.) এর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন একান্ত প্রয়োজন। ইসলামি শরিয়ত অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে। শরিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"অত:পর আমি আপনাকে দীনের বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন। আর আপনি অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।" (সুরা আল-জাছিয়া ৪৫ : ১৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সকল কাজ ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী হতে হবে।

ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি

ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি ব্যাপক। সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য সব বিধানই ইসলামি শরিয়তে রয়েছে। শরিয়তদাতা হলেন মহান আল্লাহ। আর শরিয়তের বাস্তবায়নকারী হলেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। আল-কুরআনের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (ইসলামী জীবন) পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সুরা আল মায়িদা ৫ : ৩)

শরিয়তের বিষয়বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

(ক) আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিধি-বিধান।

(খ) নৈতিকতা ও চরিত্র সংক্রান্ত রীতি-নীতি।

(গ) বাস্তব জীবনে বিভিন্ন কাজ কর্ম সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন।

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব ধরনের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা সবই উল্লিখিত তিন শ্রেণির আওতাভুক্ত। ফলে মানুষের ব্যক্তিগত, পাবিরারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকসহ সকল কাজ-কর্মই ইসলামি শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইসলামি শরিয়তের বাইরে মুসলমানের কোনো কাজ থাকতে পারে না। ইসলামের রীতি-নীতির বিপরীত কোনো কাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামি শরিয়তের গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের জীবন সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামি শরিয়তের অনুসরণ আবশ্যক। মানব জীবনে ইসলামি শরিয়তের গুরুত্ব অনেক। ইসলামি শরিয়ত পালনের মধ্যেই রয়েছে মানুষের ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি। মহান আল্লাহ বলেন,

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সুরা আল-বাকারা ২ : ৮৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (সুরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৬)

ইসলামি শরিয়তকে যারা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবে না, তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতে চরম শাস্তি ভোগ করবে। তারা সৎপথ লাভ থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যদিকে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করবে, তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও ।"(সুরা আল-ইমরান ৩:১৩৯)

কাজেই আমাদের সবাইকে ইসলামি শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী হতে হবে।

শরিয়তের উৎসসমূহ

শরিয়তের উৎস বলতে ইসলামের ঐসব মৌলিক বিষয় বুঝায়, যার উপর ইসলামের পুরো প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। শরিয়তের প্রধান উৎস দু'টি। একটি কুরআন এবং অপরটি সুন্নাহ্ বা হাদিস। কুরআন ও হাদিসের অনুমোদন সাপেক্ষে আরও দু'টি উৎস রয়েছে। এ দু'টি হলো যথাক্রমে ইজমা ও কিয়াস। সুতরাং ইসলামি শরিয়তের উৎস চারটি। যথা :

আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ)

আল-হাদিস (اَلْحَدِيْث)

আল-ইজমা (اَلْاِجْمَاعُ)

আল-কিয়াস (اَلْقِيَاسُ)

সারসংক্ষেপ:

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামি আইন-কানুনের ব্যবহারিক শাস্ত্র হলো শরিয়ত। মানব জীবন যেমন গতিশীল, ইসলামি শরিয়তও তেমনি গতিশীল ও শাশ্বত। এটা কখনও সেকেলে নয় বরং সর্বযুগের জন্য উপযুক্ত। তাই সকল সময়ের মানুষের জন্য ইসলামি শরিয়ত প্রযোজ্য। ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস চারটি। আল-কুরআন হচ্ছে প্রধান উৎস। সুন্নাহ বা হাদীস হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। এ দুটো মূল উৎস থেকে আরও দুটো উৎস বের হয়েছে- তা হলো মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য বা ইজমা ও কিয়াস। এগুলোর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে মানব জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিগণ শরিয়তের গুরুত্ব বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। শরিয়ত শব্দের অর্থ কী ?
(ক) উপদেশ (খ) পথ বা রাস্তা (গ) হুকুম (ঘ) বিচার

২। শরিয়তের উৎস কয়টি ?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৩। শরিয়তের বিষয়বস্তুকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?
(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে (গ) ৪ ভাগে (ঘ) ৫ ভাগে

৪। কুরআন ইসলামি শরিয়তের কততম উৎস ?
(ক) প্রথম উৎস (খ) দ্বিতীয় উৎস (গ) তৃতীয় উৎস (ঘ) চতুর্থ উৎস

৫। কুরআনের পর কোনটির স্থান ?
(ক) ইজমা (খ) হাদিস (গ) কিয়াস (ঘ) ইজতিহাদ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.খ ২.গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ

পাঠ-২ : শরিয়তের প্রথম উৎস : আল-কুরআন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শরিয়তের প্রধান উৎস আল-কুরআন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কুরআন মজিদের কতিপয় নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- কুরআন মজিদের আলোচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুরআন মজিদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আল্লাহর কালাম, আসমানি কিতাব, ওহি, ইশারা, ইঙ্গিত, আত্মসমর্পণকারী, মুত্তাকী, পথপ্রদর্শক, সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী, সাবলিল, অস্পষ্টতা, জটিলতা, আয়াত, সুরা, পারা।

আল-কুরআন

ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস আল-কুরআন। কুরআন আল্লাহর কালাম বা বাণী। এটি সর্বশেষ আসমানি কিতাব। কুরআন মূলত ওহি। ওহি শব্দের অর্থ ইশারা করা, ইঙ্গিত করা। ওহি ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) কোন কথা বলেননি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"। (সুরা আন-নজম, ৫৩ : ৩, ৪)

কুরআন (قران) এর আভিধানিক অর্থ আবৃত্তি করা, পাঠ করা, একত্র করা। সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে কুরআন সর্বাধিক পঠিত। তাই একে কুরআন বলা হয়।

ইসলামের পরিভাষায় কুরআন হলো এমন একটি গ্রন্থ যা আল্লাহর পক্ষ হতে জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হযরত মুহাম্মদ(স.)এর উপর দীর্ঘ তেইশ বছরে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ

"নিশ্চয় কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। জিবরাঈল তা নিয়ে অবতরণ করেছে"। (সুরা শুআরা ২৬:১৯২-১৯৩)

আল-কুরআনে মানবজীবন সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে পরিচালনার সকল বিধি-বিধানের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো আসমানি কিতাবের প্রয়োজন হবে না। আর কোনো আসমানি কিতাব নাযিল হবে না।

কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানব জাতি। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মূলনীতি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"আমি আত্মসমর্পণকারিদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।" (সুরা নাহল ১৬: ৮৯)

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি একমাত্র পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এটা সর্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত গ্রন্থ। মহান আল্লাহ বলেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ।" (সুরা আল-বাকারা ২ : ০২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুরই বর্ণনা বাদ দেইনি।" (সুরা আনআম ৬ : ৩৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

"কুরআন মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী।"

(সুরা আল-বাকারা ২:১৮৫)

রাসূল (স.)এর ভাষা আরবি। কুরআনের ভাষাও আরবি। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" (সুরা ইউসুফ ১২: ২)

পবিত্র কুরআনের ভাষায় কোনো অস্পষ্টতা ও জটিলতা নেই। তাই সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করলে সহজেই কুরআন পড়তে পারে, বুঝতে পারে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কী ?"

(সুরা আল-কামার ৫৪:৩২)

পবিত্র কুরআন ৩০ পারা বিশিষ্ট। এতে ১১৪ টি সুরা এবং প্রসিদ্ধ মতে ৬৬৬৬ টি আয়াত রয়েছে।

পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের সারকথা বা মূল শিক্ষা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কুরআন ছাড়াও এর আরও অনেক নাম রয়েছে। যথা :

১। আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) = একত্র করা, সর্বাধিক পঠিত কিতাব,

২। আল-ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ) = সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, ব্যবধানকারী,

৩। আল-হাকীম (اَلْحَكِيْمُ) = বিজ্ঞানময়, সুদৃঢ়,

৪। আত-তানযীল (اَلتَّنْزِيْلُ)= পর্যায়ক্রমে নাযিলকৃত,

৫। আয-যিকর (اَلذِّكْرُ)= উপদেশ, স্মারক, আলোচনা,

৬। আল-কিতাব (اَلْكِتَابُ)=মহাগ্রন্থ,

৭। আল-মুবিন (اَلْمُبِيْنُ)=প্রকাশকারী,

৮। আল-কারিম (اَلْكَرِيْمُ)=সম্মানিত, মহান,

৯। আল-কালাম (اَلْكَلَامُ)= বাণী, কথা,

১০। আন-নূর (اَلنُّوْرُ)=আলো বা জ্যোতি,

১১। আল-হুদা (اَلْهُدٰى)= সৎপথ, হেদায়াত,

১২। আশ-শিফা (اَلشِّفَاء)= প্রতিষেধক, নিরাময়,

১৩। আল-মজিদ (اَلْمَجِيْد)=মর্যাদাশীল।

এ সব নামের মধ্যে আল-কুরআন নামেই এটি সর্বাধিক পরিচিত।

সারসংক্ষেপ:

কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী। কুরআন অর্থ পঠিত, একত্র করা। পৃথিবীর সকল আসমানি গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কুরআন সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। এজন্যই একে কুরআন বলা হয়। রাসূল (স)-এর ভাষা আরবি। কুরআনও আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। এর ভাষা সহজ, সরল প্রাঞ্জল ও সাবলিল। পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের মূলশিক্ষা এতে রয়েছে। কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবকিছুর ইঙ্গিত এতে রয়েছে। রমযান মাসের কদরের রাতে এটি নাযিল হয়। ২৩ বছরে কুরআন নাযিল শেষ হয়। কুরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। এতে ৩০ পারা, ১১৪টি সুরা ও ৬৬৬৬টি আয়াত রয়েছে। কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক সেভাবেই আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে।

অ্যাকটিভিটি / শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিগণ আল-কুরআন-এর একাধিক নামের একটি তালিকা তৈরি করে পড়ার টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দ দ্বারা কোন্ অর্থ করা হয়েছে ?

(ক) যিকর করা
(খ) স্মরণ করা
(গ) সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ
(ঘ) সবর করা

২। আল-ফুরকান (اَلْفُرْقَانَ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সুদ-ঘুষের মধ্যে পার্থক্যকারী
(খ) নবী-রাসূলের মধ্যে পার্থক্যকারী
(গ)কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্যকারী
(ঘ) সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী

৩। আল-হাকীম (اَلْحَكِيْمُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিজ্ঞানময়
(খ) সহজ
(গ) কঠিন
(ঘ) অভিজ্ঞ

৪। আত-তানযীল (اَلتَّنْزِيْلُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) একসাথে অবতরণকৃত
(খ) দ্রুত অবতরণকৃত
(গ) পর্যায়ক্রমে অবতরণকৃত
(ঘ) অবতরণকৃত

৫। আয-যিকর (اَلذِّكْرُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আদেশ
(খ) উপদেশ
(গ) নিষেধ
(ঘ) বিরত থাকা

৬। আল-কিতাব (اَلْكِتَابُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) যিকির
(খ) পড়া
(গ) লেখা
(ঘ) মহাগ্রন্থ

৭। আল-মুবিন (اَلْمُبِيْنُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) গোপনকারি
(খ) তিলাওয়াতকারি
(গ) প্রকাশকারি
(ঘ) হজ্জকারি

৮। আল-কারিম (اَلْكَرِيْمُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সদোপদেশ
(খ) সম্মানিত
(গ) আশানুরূপ
(ঘ) সম্বোধন

৯। আল-কালাম (اَلْكَلَامُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বাণী
(খ) ফযিলত
(গ) সম্মানিত
(ঘ) উপযুক্ত

১০। আল-নূর (اَلنُّوْرُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) প্রকাশ
(খ) আলো বা জ্যোতি
(গ) অন্ধকার
(ঘ) ফ্যাকাশে

১১। আল-হুদা (اَلْهُدٰى) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অসৎপথ
(খ) বাঁকা পথ
(গ) উচু পথ
(ঘ) সৎপথ

১২। আশ-শিফা (اَلشِّفَاء) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) নিরোগ
(খ) সেবা করা
(গ) আরোগ্য
(ঘ) দোয়া করা

১৩। আল-মজিদ (اَلْمَجِيْدُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) শ্রেষ্ঠ
(খ) উত্তম
(গ) মর্যাদাশীল
(ঘ) ক্ষমাশীল

১৪। আন-নাযির (اَلنَّذِيْرُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আনন্দ দানকারি
(খ) শাস্তি দানকারি
(গ) ক্ষমাকারি
(ঘ) ভীতি প্রদর্শনকারি

১৫। পবিত্র কুরআনে পারা সংখ্যা কত ?

ক) ৩০ টি
খ) ২৫ টি
গ) ৩৫ টি
(ঘ) ৪০ টি।

১৬। পবিত্র কুরআনে আয়াত সংখ্যা কত ?

ক) ৬৬৬৬ টি　　　　খ) ৫৫৫৫টি

গ) ৭৭৭৭ টি　　　　ঘ) ৮৮৮৮।

১৭। পবিত্র কুরআনের ভাষা কী ?

ক) আরবি　　　　খ) ফারসি

গ) হিন্দি　　　　(ঘ) উর্দু।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালাঃ ১.গ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬.গ ৭. গ ৮.খ ৯. ক ১০.খ ১১.ঘ ১২.গ ১৩. গ ১৪.ঘ ১৫.ক ১৬.ক ১৭.ক

পাঠ-৩: আল-কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আল-কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুরআন মজিদ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- আল-কুরআন কিসে লিখে রাখা হতো তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণের প্রয়োজনিয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আল-কুরআন কারা কারা লিখে রাখতেন তা বলতে পারবেন।
- একই পঠনরীতিতে কুরআন গ্রন্থায়নে হযরত উসমান (রা)-এর অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।
- পরবর্তী যুগে আল-কুরআন কীভাবে গ্রন্থায়ন করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	লাওহে মাহফুজ, শবে কদর, হেরাগুহা, ধ্যানমগ্ন,সুরা আলাক, তাওরাত, যাবুর, ইনজিল, আসমানি কিতাব,সংরক্ষণ, কাতিবে ওহি, মূল পাণ্ডুলিপি, মাসহাফ, মাসহাফে উসমানি, জামেউল কুরআন, মুদ্রণযন্ত্র।

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি লাওহে মাহফুজে অর্থাৎ সংরক্ষিত ফলকে সংরক্ষিত আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ- فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

"এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিখিত "। (সুরা বুরুজ ৮৫ : ২১-২২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيمٌ - فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

"নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে"। (সুরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৯)

আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম রমযান মাসে কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

"রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে"। (সুরা বাকারা ২:১৮৫)

মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।" (সুরা কদর ৯৭ : ০১)

হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় সর্বপ্রথম আল কুরআনের 'সুরা আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত মহানবি (স.)-এর উপর নাযিল হয়। এর পর বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো এক আয়াত, কখনো পাঁচ আয়াত, কখনো দশ আয়াত, আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ একটি সুরা এক সাথে নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا

"আর আমি খন্ড-খন্ডভাবে কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন। আমি তা ক্রমশ নাযিল করেছি।" (সুরা বনি ইসরাঈল ১৭:১০৬)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় আল-কুরআন একত্রে নাযিল হয়নি। তাওরাত, যাবুর, ইনজিল একত্রে নাযিল হয়েছিল। কুরআন অল্প অল্প করে বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

"আমি এভাবেই কুরআন নাযিল করেছি আপনার অন্তরকে এর দ্বারা মজবুত করার জন্য। আমি তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।" (সুরা আল-ফুরকান ২৫ : ৩২)

এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে আল-কুরআন অবতরণ সমাপ্ত হয়।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পরিপূর্ণ জীবন-বিধান ও দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। এটি একমাত্র অবিকৃত আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা নিজেই কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

"আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষণকারী।" (সুরা আল-হিজর ১৫:৯)

আল-কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করায় এতে কোন প্রকার ত্রুটি বা বিকৃতি নেই। এর কোনো একটি অক্ষর, একটি যবর, যের, পেশ এমনকি একটি নুকতারও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছিল- আজও ঠিক সেভাবেই আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত অবস্থায়ই থাকবে। এটাই আল-কুরআনের অলৌকিকতা।

নবি করিম (স.) এবং সাহাবায়ে কিরাম আল কুরআন সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছিলেন। এ জন্য প্রধানত দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

১. মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা,

২. লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা।

কুরআনের কোনো অংশ যখনই নাযিল হত, মহানবি (স.) সাথে সাথেই নাযিলকৃত আয়াত মুখস্থ করে নিতেন। এ সময় কুরআনের আয়াত দ্রুত মুখস্থ করার জন্য রাসূল (স.) ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শান্ত থাকার আহবান জানিয়ে বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ- اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ

"তাড়াতাড়ি ওহি আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহবা তার সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই।" (সুরা আল কিয়ামাহ ৭৫ : ১৬-১৭)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) তাড়াহুড়া ছাড়াই অতি সহজে কুরআন মুখস্থ করতে সমর্থ হন। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ كِتَابًا لَايَغْسِلُهُ الْمَآء

"আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যা পানি মুছে ফেলতে পারবে না।" (সহিহ মুসলিম)

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম তা মুখস্থ করতেন। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদেরও কুরআন মুখ করতে উৎসাহ দিতেন। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে সাহাবায়ে কিরাম নফল নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এ দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَآء اللَّيْلِ

"তারা রাতে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে।" (সুরা আল ইমরান ৩ : ১১৩)

এভাবে মুখস্থ করণের মাধ্যমে পুরো কুরআন সংরক্ষণ করা হয়।

তা ছাড়া পারস্পরিক পঠন-পাঠন এবং বাস্তব আমল করার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১. লিখার মাধ্যমে সংরক্ষণ

মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখিতভাবেও আল-কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন নাযিলের সময় কিছু সংখ্যক সাহাবি লেখার উপকরণসহ রাসূল (স.) এর নিকট উপস্থিত থাকতেন। আল-কুরআনের কোনো আয়াত যখনই অবতীর্ণ হতো, তাঁরা তা সাথে সাথে লিখে রাখতেন। সে সময় সাহাবায়ে কিরাম পশুর চামড়া, হাড়, পাথর, গাছের বাকল, পাতা ও তখনকার আবিষ্কৃত বস্তুতে কুরআনের আয়াত লিখে রাখতেন।

যারা কুরআন লিখার কাজ করতেন তাদেরকে 'কাতিবে ওহি' বা ওহি লেখক বলা হয়। নিয়মিত ওহি লেখকের সংখ্যা ছিলো ৪২ জন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর, উমর, ওসমান, আলি, যুবাইর ইবনে আওয়াম, যায়েদ ইবনে সাবিত, উবাই ইবনে কাব, আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ, খালিদ ইবেন ওয়ালিদ, মুয়াবিয়া, মুগীরা ইবনে শুবা, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) অন্যতম।

প্রতিটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর জিবরাইল (আ.) মহানবি (স.)-কে বলে দিতেন 'এ অংশটুকু ঐ অংশটুকুর পরে রাখুন'। এভাবে লিখনির মাধ্যমে পুরো কুরআন ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন গ্রন্থায়ন

সর্বশেষ আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বিন্যাস করা সম্ভব হয়নি। হাফিজদের মুখস্থকরণ এবং বিভিন্ন উপকরণে লিখনির মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হতো। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে কুরআনের হাতে লেখা অসংখ্য কপি তৈরি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) একই গ্রন্থে আল-কুরআনে লেখার ব্যবস্থা করেন। তাঁর খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফেয শহীদ হন। এতে হযরত উমর (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, এভাবে হাফিজ সাহাবিগণ শাহাদত লাভ করলে এক সময় হয় তো কোন হাফেযই বেঁচে থাকবে না। তখন কুরআন গ্রন্থাকারে রূপ দেয়ার প্রয়োজনিয়তা দেখা দেয়। হযরত উমর (রা.) খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার পরামর্শ দেন।

প্রথম দিকে হযরত আবু বকর (রা.) এতে রাজি হতে চাননি। তিনি বললেন, হে উমর (রা) ! যে কাজ রাসূলুল্লাহ্ (স.) করে যাননি, সে কাজ আমার দ্বারা কীভাবে সম্ভব ?' হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ ! এতে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। উমর (রা.)-এর অনুরোধে আবূবকর সিদ্দিক (রা.) কুরআন একটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য সম্মত হলেন। এ কাজ করার জন্য তিনি যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)-এর উপর দায়িত্ব দেন। যায়িদ ইবনে সাবিত হাফেযে কুরআন ছিলেন। তিনি কুরআন গ্রন্থায়নের ক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন :

(১) হাফেয সাহাবিদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শুদ্ধতা যাচাই করে নেন।
(২) সাহাবিদের হিফজের সাথে মিলিয়ে আয়াতের শুদ্ধতা যাচাই করা হয়।
(৩) রাসুল (স.) এর উপস্থিতিতে লিখিত ওহি হওয়ার ব্যাপারে কমপক্ষে দুজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।
(৪) সংগৃহীত কপিগুলোর সাথে চূড়ান্তভাবে লিখিত অন্যান্য আয়াতগুলো এবং অন্যান্য সাহাবীদের সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে নেন।

এমনকি যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.) নিজেও কুরআনের সঙ্গে অন্যান্য কপিগুলো যাচাই করে নেন।

অতঃপর কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপির কপিটি হযরত আবূ বকরের (রা) নিকট রাখা হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর এটি হযরত উমর (রা) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের পর এই পাণ্ডুলিপিটি তাঁরই কন্যা এবং রাসূল (স.)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) এর নিকট রাখা হয়। এটা থেকেই পরবর্তিকালে বহু সংখ্যক কপি করে প্রত্যেক শহরে পাঠানো হয়।

আল-কুরআন সাতটি আঞ্চলিক রীতিতে পড়ার সুযোগ ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এর খিলাফতকালে ছিল। ক্রমশ ইসলামি খিলাফতের বিস্তার ঘটতে থাকে। বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু তারা কুরআনের ৭টি আঞ্চলিক রীতির সাথে পরিচিত ছিলেন না। ফলে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়। মুসলমানরাও একজন অন্যজনের তিলাওয়াতকে অশুদ্ধ মনে করতে থাকেন। একে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টির উপক্রম হয়।

তখন হযরত উসমান (রা) প্রধান প্রধান সাহাবিগণের পরামর্শক্রমে যায়িদ ইবনে সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা), সাঈদ ইবনে আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস (রা)-এই চার জনের সমন্বয়ে কুরআন গ্রন্থায়ন নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির প্রধান ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)।

তিনি হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট রক্ষিত কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে আরও কয়েকটি কপি করেন। মূল কপিটি হাফসা (রা) এর নিকট ফিরিয়ে দেন।

কমিটি মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে একই পঠননীতিতে কুরআনের মাসহাফ তৈরি করেন। একে 'মাসহাফে উসমানি' বলা হয়। 'মাসহাফে উসমানি' থেকেই অনুলিপি তৈরি করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গভর্নরদের নিকট প্রেরণ করা হয়। একই পঠন রীতি অনুসারে কুরআন পঠনের নির্দেশ জারি করা হয়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনকে চির অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদিত হওয়ায় তাঁকে 'জামেউল কুরআন' বা কুরআন একত্রকারী উপাধি প্রদান করা হয়।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন মানবজাতির জীবনবিধান। এ গ্রন্থ খন্ড-খন্ড আকারে প্রয়োজন অনুসারে অবতীর্ণ হয়। ফলে কুরআন মুখস্থ করা এবং এর প্রতিটি আয়াতের উপর আমল করা সহজ হয়। ২৩ বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয়। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে হাফেযগণ তা মুখস্থ করে রাখতেন এবং বিভিন্ন উপকরণে তা লিখে রাখতেন। এভাবে কুরআন চিরদিনের জন্য বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

অ্যাকটিভিটি / শিক্ষার্থীর কাজ	'আল-কুরআন অবিকৃত একমাত্র আসমানি কিতাব'। কুরআন হাদিস ও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আল্লাহ তায়ালা কোথায় কুরআনকে হেফাজত করে রেখেছেন ?
(ক) চতুর্থ আসমানে (খ) লওহে মাহফুজে
(গ) কাগজে লিখে (ঘ) কম্পিউটারে

২। পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কোন্ রাতে নাযিল হয় ?
(ক) মিরাজের রাতে (খ) কদরের রাতে
(গ) ঈদের রাতে (ঘ) শুক্রবার রাতে।

৩। পবিত্র কুরআন কীভাবে নাযিল হয় ?
(ক) খন্ড খন্ড আকারে (খ) এক সাথে
(গ) এক রাতে (ঘ) এক দিনে।

৪। পবিত্র কুরআন কিসে লিখা হতো ?
(ক) পাথরে (খ) গাছের বাকলে
(গ) গাছের কাঠে (ঘ) সবগুলোই ঠিক।

৫। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করার প্রধান মাধ্যম কয়টি ?
(ক) ৫ টি (খ) ৩ টি
(গ) ৭ টি (ঘ) ২ টি।

৬। ওহি লেখকের সংখ্যা কত ছিলো ?
(ক) ১০ জন (খ) ২৮ জন
(গ) ১৮ জন (ঘ) ৪২ জন

৭। নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এর হেফাজতের দায়িত্ব আমার'- এটি কোন সুরার আয়াত?
(ক) সুরা আল-বাকারা (খ) সুরা আল-ফাতাহ
(গ) সুরা আন-নাস (ঘ) সুরা আল হিজর

৮। কত বছরব্যাপী কুরআন নাযিল হয় ?
(ক) ২০ বছরে (খ) ২৩ বছরে
(গ) ২৫ বছরে (ঘ) ২৭ বছরে ।

৯। 'কাতিবে ওহি' অর্থ কী ?
(ক) ওহি লেখক (খ) ওহির পাঠক
(গ) ওহির সংগ্রাহক (ঘ) ওহির হিফযকারী।

উত্তরমালা:

১.খ	২.খ	৩.ক	৪.ঘ	৫.ঘ	৬.ঘ	৭.ঘ	৮.খ	৯.ক

পাঠ-৪, মাক্কি ও মাদানি সুরা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মাক্কি ও মাদানি সুরার পরিচয় দিতে পারবেন।
- মাক্কি ও মাদানি সুরার সংখ্যা বলতে পারবেন।
- মাক্কি ও মাদানি সুরার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাক্কি ও মাদানি সুরার বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	মাক্কি সুরা, মাদানি সুরা, তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, কিয়ামত।

কুরআন মজিদ দীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপি বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে রাসূল (স.)-এর উপর নাযিল হয়। রাসূল (স.) কখনো মক্কায় কখনো মদিনায় থেকেছেন। কখনো মক্কা-মদিনার বাইরেও অবস্থান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) যখন যেখানে থেকেছেন, সেখানেই সুরা কিংবা আয়াত নাযিল হয়েছে। এজন্য সুরাগুলোকেও মাক্কি ও মাদানি সুরা হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।

মাক্কি সুরার পরিচয়

মহানবি (স.) এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্ব সময় পর্যন্ত যে সকল সুরা বা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকে মাক্কি সুরা বা আয়াত বলা হয়। মদিনায় যাওয়ার পথে মদিনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত যা নাযিল হয়েছিল। তাও মাক্কি সুরার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (স.) ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন।

মাদানি সুরার পরিচয়

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর তাঁর ১০ বছরের মাদানি জীবনে মদিনায় কিংবা অন্য কোন স্থানে যে সব সুরা বা আয়াত নাযিল হয়েছিল তাকে মাদানি সুরা বা আয়াত বলা হয়।

মাক্কি সুরার বৈশিষ্ট্য

মাক্কি ও মাদানি সুরার পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে মাক্কি সুরার বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো

(১) মাক্কি সুরাসমূহে يَآ أَيُّهَا النَّاسُ (হে মানব মন্ডলী) কিংবা يَا بَنِي آدَمَ (হে আদম সন্তান) বলে উল্লেখ করা হয়েছে
(২) মাক্কি সুরাসমূহে তাওহিদ ও রিসালতের বিষয় স্থান পেয়েছে।
(৩) এখানে আখিরাত, কিয়ামত, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পাপ-পুণ্যের প্রতিদান, বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।
(৪) শিরক ও কুফরের পরিচয় বর্ণনা করে এর অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে।
(৫) কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।
(৬) মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

(৭) সিজদার অধিকাংশ আয়াত মাক্কি সুরাতে রয়েছে।
(৮) মাক্কি সুরাগুলোতে শরিয়তের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।
(৯) শপথ বাক্য দ্বারা মাক্কি সুরা শুরু করা হয়েছে।
(১০) মাক্কি সুরায় উত্তম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
(১১) এর শব্দগুলো প্রাঞ্জল, সাবলিল ও ভাবগম্ভীর, যা অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করে।
(১২) মাক্কি সুরা ও আয়াতগুলো ছোট আকারের।

মাদানি সুরার বৈশিষ্ট্য

১. মাদানি সুরায় সাধারণত يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে মুমিনগণ) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
২. এখানে ইয়াহুদি-খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের আলোচনা স্থান পেয়েছে।
৩. শরিয়তের হুকুম-আহকামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
৪. হালাল ও হারামের বর্ণনা স্থান পেয়েছে।
৫. জিহাদ ও সন্ধি বিষয়ক আয়াত স্থান পেয়েছে।
৬. মাদানি সুরাগুলোতে যাকাত, উশর, ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন ও উত্তরাধিকারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
৭. এতে আহলে কিতাবের পথভ্রষ্টতা ও তাদের কিতাব বিকৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
৮. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় শিক্ষা, সংস্কৃতি নীতি আলোচিত হয়েছে।
৯. বিচার ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।
১০. ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।
১১. মাদানি সুরা গুলোতে শপথের কথা কম বলা হয়েছে।
১২. এই সুরাগুলো আকারে বড়।

সারসংক্ষেপ:

কুরআন মজিদ দীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপি নাযিল হয়েছে। সুরাগুলো রাসূল (স.) এর উপর মক্কা ও মদিনায় বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে অবতীর্ণ হয়, যা মাক্কি ও মাদানি সুরা নামে পরিচিত। মাক্কি সুরাসমূহে সমস্ত আদম সন্তানের উল্লেখ রয়েছে। এতে তাওহিদ ও রিসালতের বিষয় স্থান পেয়েছে। পক্ষান্তরে মাদানি সুরায় মুমিনগণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে শরিয়তের হুকুম-আহকামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে মাক্কি ও মাদানি সুরার ১০টি করে বৈশিষ্ট্য মুখস্থ করে পরস্পরকে বলবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পবিত্র কুরআনে কতটি সুরা আছে ?

(ক) ১১৪ (খ) ২১৪
(গ) ১০৪ (ঘ) ১১০

২। পবিত্র কুরআনের সুরা কয় ভাগে বিভক্ত ?
(ক) তিন ভাগে (খ) দুই ভাগে
(গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে।

৩। মাক্কি সুরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো
(ক) বড় (খ) ছোট
(গ) খুব বড় (ঘ) ছোট ও নয় বড়ও নয়

৪। মাদানি সুরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো
(ক) ছোট (খ) বড়
(গ) খুব ছোট (ঘ) ছোটও নয় বড়ও নয়

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক ২.খ ৩.খ ৪.খ

পাঠ ৫ : তিলাওয়াতে কুরআন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- কুরআন তিলাওয়াতের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	তিলাওয়াত, কারি, তারতিল, আয-যিকর, আল-কিতাব, আল-মুবিন, হাসানা, ইবাদত।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

কুরআন তিলাওয়াত উত্তম ইবাদত। তিলাওয়াত ছাড়া আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝা যায় না। আমল করা যায় না। এ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত ব্যতিত সালাত আদায় করা যায় না। এ কারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের অনেক গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে।

তিলাওয়াত (تِلَاوَة) অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা, পড়া। কুরআন পাঠ করাকে তিলাওয়াত বলা হয়।

নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

"কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি করো।" (সুরা আল-মুজ্জাম্মিল ৭৩ : ২০)

সকল নফল ইবাদতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত সবচেয়ে উত্তম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

" কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত।"

কুরআন মজিদ সহিহ-শুদ্ধ ও সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে হয়। যারা শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন পড়বে, তারা অনেক সাওয়াবের অধিকারি হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهٖ حَسَنَةٌ. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত পাঠ করবে, সে একটি নেকী লাভ করবে। আর তা দশ নেকীর সমতুল্য।" (তিরমিযি)

অশুদ্ধ ও ভুল উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা পাপ। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

رُبَّ قَارِئٍ يَّقْرَاءُ الْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ

"কুরআনের এমন কতক পাঠক আছে, যে কুরআন তিলাওয়াত করে অথচ কুরআন তাকে অভিশাপ দেয়।"

তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

"কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।" (সুরা আল-মুজ্জামিল ৭৩ : ৪)

কুরআনকে আল্লাহ মানুষের জন্য সহজ করে নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

"আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য।" (সুরা আল কামার ৫৪ : ২২)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে।" (আবূ দাউদ)

যারা অপরকে কুরআন শিক্ষা দিবে তারাও মর্যাদার অধিকারি হবে। রাসূল (স.) বলেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারি, মুসলিম)

সুতরাং আমাদের সকলকে সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতে হবে।

কুরআনের মাহাত্ম্য

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি সব ধরণের সন্দেহমুক্ত কিতাব। দুনিয়ার কোনো বই মানুষ নির্ভুল বলে দাবি করতে পারে না। কিন্তু কুরআনে কোনো ভুল নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ

"এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই।" (সুরা আল বাকারা ২ : ২)

সারসংক্ষেপ

কুরআন মজিদ নাযিল হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের ইহকালিন শান্তি ও পরকালিন মুক্তির লক্ষ্যে। এতে সর্বকালের সর্বধরণের সমস্যার নির্ভুল সমাধান রয়েছে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মানুষ নৈতিক গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হয়। এতেই কুরআনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়।

অ্যাকটিভিটি / শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিগণ কুরআন তিলাওয়াত-এর ফযিলতের উপর ২টি হাদিস মুখস্থ করে টিউটরকে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। তিলাওয়াত শব্দের অর্থ কী ?
(ক) পাঠ করা (খ) স্মরণ করা
(গ) উপদেশ দেয়া (ঘ) সৎ পথে চলা

২। নফল ইবাদতের মধ্যে কোন্ কাজ উত্তম ?
(ক) হাদিস পড়া (খ) কুরআন তিলাওয়াত করা
(গ) যিকির করা (ঘ) চুপ করে বসে থাকা।

৩। আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে কেমন করে নাযিল করেছেন ?
(ক) কঠিন করে (খ) সহজ করে
(গ) জটিল করে (ঘ) সহজও নয় কঠিনও নয় ।

৪। 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।'–এটি কার কথা ?
(ক) আল্লাহ তায়ালার কথা (খ) রাসূল (স.)-এর কথা
(গ) আদম (আ.)-এর কথা (ঘ) মূসা (আ.)-এর কথা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক ২.খ ৩. খ ৪. খ

পাঠ-৬ সুরা আশ-শাম্‌স : (سُوْرَةُ الشَّمْسِ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- এ সুরার প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- এ সুরার শানে নুযুল বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ সুরাটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- এ সুরার শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সুরাটির শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে করতে পারবেন।

সুরার পরিচয় : সুরা 'আশ-শামস' মক্কি সুরা। এর আয়াত সংখ্যা ১৫। সুরাটির প্রথম শব্দ 'আশ-শামস' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। এটি আল-কুরআনের ৯১তম সুরা। এটি এক রুকু বিশিষ্ট সুরা।

অনুবাদ ঃ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا	(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের,
وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۚ	(২) শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا	(৩) শপথ দিনের, যখন সে তা প্রকাশ করে।
وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا	(৪) শপথ রাতের, যখন সে তা ঢেকে দেয়,
وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا	(৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা তৈরি করেছেন তাঁর,
وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا	(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর,
وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا	(৭) শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তা সুঠাম করেছেন,
فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا	(৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন,
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا	(৯) সে ই সফলকাম হবে, যে নিজকে পবিত্র করবে,
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا	(১০) এবং সে ব্যর্থ হবে, যে নিজকে কলুষিত করবে।
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ	(১১) সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল।
اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا	(১২) তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,
فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا	(১৩) তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহর উটনি ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক হও।
فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۚ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا	(১৪) কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করলো এবং একে কেটে ফেললো। তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদের সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।
وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا	(১৫) এবং এর পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করে না।

শব্দার্থ ঃ

وَالشَّمْسِ	- শপথ সূর্যের	وَضُحٰهَا	-এবং তার কিরণের
وَالْقَمَرِ	-শপথ চন্দ্রের	اِذَا	-যখন
تَلٰهَا	-তার পশ্চাতে আসে/ তার পরে আসে	وَالنَّهَارِ	-শপথ দিনের
جَلّٰهَا	-তাকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে	وَالَّيْلِ	-শপথ রাতের
يَغْشٰهَا	-তাকে ঢেকে দেয়/তাকে আচ্ছাদিত করে।	وَالسَّمَآءِ	-শপথ আকাশের
مَا	-যিনি	بَنٰهَا	- তা নির্মাণ করেছেন/নির্মাণ করেছেন
وَالْاَرْضِ	-এবং শপথ পৃথিবীর	طَحٰهَا	-তা বিস্তৃত করেছেন

وَنَفْسٍ	- শপথ মানুষের / শপথ প্রাণের	سَوّٰىهَا	-তা সুবিন্যস্ত করেছেন।
فَأَلْهَمَهَا	-অত:পর তাকে জ্ঞান দান করেছেন।	فُجُوْرَهَا	-তাঁর অসৎকর্ম/তার পাপ
تَقْوَاهَا	-তাঁর সৎকর্ম/তার আল্লাহভীতি	قَدْ	-নিশ্চয়
أَفْلَحَ	-সফলকাম হয়/ সফল হলে	مَن	-যে
زَكَّاهَا	-যে নিজেকে পবিত্র করে/তাকে পবিত্র করল	خَابَ	-ব্যর্থ হলো
مَن	-যে	دَسَّاهَا	-কলুষিত করে
كَذَّبَتْ	-অস্বীকার / মিথ্যারোপ	ثَمُوْدُ	-সামুদ সম্প্রদায়
بِطَغْوَاهَا	-অবাধ্যতাবশত	اِذِ	-যখন
انْبَعَثَ	-তৎপর হয়ে উঠা/ক্ষিপ্ত হয়ে উঠা	اَشْقٰهَا	-সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি
فَقَالَ	-অত:পর সে বললো	لَهُمْ	-তাদেরকে
رَسُوْلُ	-রাসূল	اللّٰهِ	-আল্লাহর
نَاقَةَ	-উষ্ট্রী	سُقْيٰهَا	-তাকে পানি পান করায়
فَكَذَّبُوْهُ	-তারা তাকে মিথ্যা ভাবলো।	فَعَقَرُوْهَا	-অতঃপর তারা তাকে কেটে ফেললো/ পা কর্তন করা
فَدَمْدَمَ	-ফলে ধবংস করে দিলেন	عَلَيْهِم	-তাদেরকে
رَبُّهُمْ	-তাদের রব	بِذَنْۢبِهِمْ	-তাদের পাপের কারণে
فَسَوّٰىهَا	-অত:পর তাদেরকে একাকার করে দিলেন	وَلَا	-এবং না
يَخَافُ	-ভয় করেন তিনি	عُقْبٰهَا	-তার কাজের পরিণাম

সুরা আশ-শামস এর ব্যাখ্যা ঃ

সুরা 'আশ শামস' এ বর্ণিত নয়টি আয়াতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১-৮ নং আয়াতে সূর্য ও চাঁদ, দিন ও রাত, আসমান ও যমীন এবং মানুষের জীবনের শপথ করে মহান আল্লাহ বলেন, এ সবের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্বভাব রয়েছে। এ গুলোর একটা আরেকটার বিপরীত। তেমনি 'ফুজুর' ও 'তাকওয়া' অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য একটি অপরটির বিপরীত। তাই এর পরিণাম ও ফলাফল কিছুতেই এক নয়।

৯-১০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, দুনিয়াতে মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে ভালো ও মন্দ কাজ করার জ্ঞান দান করা হয়েছে। ভালো ও মন্দের পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজকে পাপের দ্বারা কলুষিত করেছে, তার ধবংস অনিবার্য। আর যে ব্যক্তি নিজকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সৎকাজ করেছে সে সফলতা পেয়েছে।

১১-১৫ নং আয়াতে ছামুদ জাতির উদাহরণ তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ছামুদ জাতি ছিলো উন্নত ও নামকরা একটি জাতি। এ জাতির প্রতি সালেহ (আ.) কে নবি করে পাঠানো হয়েছিল। তারা তাঁকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেনি বরং মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। তারা সালেহ (আ.) এর নিকট রাসূল হওয়ার প্রমাণও দাবি করেছিল। প্রমাণ স্বরূপ সালেহ (আ.) তাদের সামনে একটি উটনিকে মুজিযারূপে হাজির করেছিলেন। এই উটনির ক্ষতি না করতে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা উটনিটিকে হত্যা করে। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। সামুদ জাতি সালেহ (আ.)-এর সাথে যে ধরনের খারাপ আচরণ করেছিল ; মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জাতির লোকেরাও তাঁর সাথে একইরূপ আচরণ করেছে। তাই তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল।

সুরার শিক্ষা

১. আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।
২. তিনি চন্দ্র, সূর্য, রাত ও দিনের আবর্তন ঘটিয়ে থাকেন।
৩. আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভালো-মন্দ, সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেন।

৪. যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে সফলতা লাভ করবে।
৫. যারা আল্লাহর অবাধ্য, তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন।
৬. আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
৭. আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে হবে।
৮. সৎ ও পুণ্যকর্মের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্র রাখতে হবে।
৯. যারা নিজেদেরকে পুত:পবিত্র রাখবে তারা সফলতা লাভ করবে।
১০. যারা পাপে জড়িয়ে পড়বে, তারা পরিণামে ধ্বংস ও ব্যর্থ হবে।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনসহ অসংখ্য বস্তুসামগ্রি সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র, সূর্য, রাত ও দিনের আবর্তন ঘটিয়েছেন। এগুলোর কোনটিই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে ভালো ও মন্দ বোঝার জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে সফলতা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হবে সে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে হবে। সৎ ও পুণ্য কর্মের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্র রাখতে হবে। যারা নিজেদেরকে পুতঃপবিত্র রাখবে তারা সফলতা লাভ করবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থির কাজ	শিক্ষার্থিগণ সুরা আশ-শামস অর্থসহ মুখস্থ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আশ-শামস শব্দের অর্থ কী ?
(ক) সূর্য (খ) চন্দ্র
(গ) তারকা (ঘ) নিহারিকা।

২। সুরা আশ-শামস কুরআন মাজিদের কততম সুরা ?
(ক) ৫০ তম (খ) ৯১ তম
(গ) ৬০ তম (ঘ) ৭২ তম।

৩। সুরা আশ-শামসের আয়াত সংখ্যা কতো ?
(ক) ২০টি (খ) ২৫টি
(গ) ১৫ টি (ঘ) ৩০ টি।

৪। সুরা আশ-শামস কোথায় নাযিল হয়েছে ?
(ক) মক্কায় (খ) মদিনায়
(গ) আরাফায় (ঘ) কুফায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ক ২.খ ৩.গ ৪. ক

পাঠ ৭ : সুরা আদ-দুহা (سُوْرَةُ الضُّحٰى)

উদ্দেশ্য

- এ সুরার প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- এ সুরার শানে নুযুল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুরাটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- এ সুরার শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সুরাটির শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

সুরার পরিচয় : সুরা 'আদ-দুহা' মক্কি সুরা। এর আয়াত সংখ্যা **১১**। সুরাটির প্রথম শব্দ 'আদ-দুহা' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। এটি আল কুরআনের ৯৩ তম সুরা। এটি এক রুকু বিশিষ্ট সুরা।

শানে নুযুল

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) অসুস্থ থাকার কারণে দুই কিংবা তিন রাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে পারেননি। এ সময় কিছু দিন রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকট জিবরাইল (আ.)-এর ওহি নিয়ে আগমন বন্ধ ছিলো। এ কারণে আরবের মুশরিকরা বলতে শুরু করে, মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল অপপ্রচার চালিয়ে বলেছিল, 'মনে হয় মুহাম্মদের নিকট যে শয়তান আসতো সে তাকে পরিত্যাগ করেছে।' কাফিরদের এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) খুবই ব্যথিত হন। তখন মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্তনা দিয়ে কাফিরদের প্রচারিত বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ স্বরূপ এ সুরা নাযিল করেন।

অনুবাদ

وَالضُّحٰى	(১) শপথ পূর্বাহ্নের,
وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى	(২) শপথ রাতের, যখন তা নিঝুম হয়,
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى	(৩) আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও নন।
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ	(৪) আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা উত্তম।
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ	(৫) আপনার পালনকর্তা অচিরেই আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۪	(৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতিম রূপে পাননি, অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করেননি ?
وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪	(৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথ দেখিয়েছেন।
وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ؕ	(৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নি:স্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।
فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ؕ	(৯) সুতরাং আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবেন না।
وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ	(১০) প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবেন না।
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ	(১১) আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন।

শব্দার্থ

وَ	-শপথ	الضُّحَىٰ	-দিবাভাগের / পূর্বাহ্নের / উজ্জ্বল দিনের
وَالَّيْلِ	-রাতের শপথ	اِذَا	-যখন
سَجَىٰ	-নিঝুম / গভীর হয় / অন্ধকারাচ্ছন্ন	مَا	-না
وَدَّعَكَ	-আপনাকে ত্যাগ করেছেন	رَبُّكَ	-আপনার প্রতিপালক / প্রভু
وَ	-এবং / আর	مَا	-না
قَلٰى	-বিরূপ হওয়া / নাখোশ হয়েছেন	لِلْأٰخِرَةُ	-পরকাল
خَيْرٌ	-উত্তম	لَّكَ	-আপনার জন্য
مِنَ	-অপেক্ষা / থেকে	الْأُولٰى	-পূর্ববর্তী
وَ	-এবং	لَ	-অবশ্য
سَوْفَ	-অতি সত্বর / অতি শিঘ্রই	يُعْطِي	-দান করবেন
كَ	-আপনাকে	رَبُّكَ	-আপনার প্রতিপালক
فَتَرْضٰى	-অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন	أَلَمْ	-নয় কি?
يَجِدْكَ	-আপনাকে পেয়েছেন	يَتِيمًا	-ইয়াতিমরূপে
فَاٰوٰى	-অত:পর আশ্রয় দিয়েছেন	وَجَدَكَ	-আপনাকে পেয়েছেন
ضَآلًّا	- অনবহিত	فَهَدٰى	-অতঃপর পথ দেখিয়েছেন
عَآئِلًا	-নি:স্ব / দরিদ্র / অভাবী	فَأَغْنٰى	-অভাবমুক্ত / সচ্ছল বানিয়েছেন
فَأَمَّا	-সুতরাং / তাই	تَقْهَرْ	-কঠোর হওয়া
سَآئِلَ	-প্রার্থির / সওয়ালকারী	تَنْهَرْ	-ভর্ৎসনা করা / ধমক দেয়া / তিরস্কার করা
فَحَدِّثْ	-অতঃপর জানিয়ে দিন।		

সুরা আদ-দুহা এর ব্যাখ্যা :

আরবের মুশরিকরা এবং আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল রাসূল (স.) এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাবে এই সুরা নাযিল করা হয়েছে।

১-৩ নং আয়াতে রাসূল (স.)-কে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও মনোনীত রাসূল। আল্লাহ আপনাকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। কাফির-মুশরিকদের নানা ষড়যন্ত্র থেকে আপনাকে রক্ষা করেছেন। আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেননি। বরং ওহি নাযিল হওয়ার কারণে আপনার শরীর ও মনের উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল, তা দূর করার লক্ষ্যে সাময়িক সময়ের জন্য ওহি নাযিল করা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

৪ নং আয়াতে রাসূল (স.)-কে উৎসাহ প্রদান করে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তা স্থায়ী হবে না। আপনার আখিরাতের জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে উত্তম হবে।

৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্তনা দিয়ে বলেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত বেশি প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

৬-৮নং আল্লাহর মেহেরবানির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আপনি জন্মগতভাবে ইয়াতিম ছিলেন। আল্লাহই আপনাকে লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছেন। নবুওয়াত লাভের আগে আপনি দীনের পথ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। আল্লাহ আপনাকে পথ দেখিয়েছেন। আপনি গরিব ও নিঃস্ব ছিলেন, আল্লাহই আপনাকে মুখাপেক্ষিহীন বানিয়েছেন। এসব বিষয় থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ হেফাজতে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর চিন্তার কোনো কারণ নেই।

৯-১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- আপনি ইয়াতিম থাকা অবস্থায় আমি আপনাকে সবদিক থেকে সাহায্য করেছি। সুতরাং আপনিও ইয়াতিমদের প্রতি দয়া করুন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মানুষের কাছে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন।

সুরা আদ-দুহা-এর শিক্ষা

১। যে ব্যক্তি যতটুকু সুখ লাভ করেছে- তা সবই আল্লাহর দয়ায় সম্ভব হয়েছে।
২। আল্লাহ কখনও তার প্রিয় বান্দাদের পরিত্যাগ করেন না।
৩। আল্লাহই মানুষকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন।
৩। ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম, ভিক্ষুক ও অসহায় লোকদের সাহায্য করা।
৪। অসচ্ছল, গরিব, দুঃখী, এতিম, ভিক্ষুক ও অসহায় লোকদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না। তাদের ধমক দেয়া যাবে না।
৫। অসহায় লোকদের সাথে সর্বাবস্থায় ভালো ব্যবহার করতে হবে।
৬। পথহারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।
৭। ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের পথে খরচ করতে হবে।
৮। বিপদে-আপদে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করতে হবে।
৯। আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ হতে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে।
১০। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে মানুষের মাঝে আল্লাহর নেয়ামতের প্রচার করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ কখনও তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিত্যাগ করেন না। তাই কাফির-মুশরিকদের নানা ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স.)- কে রক্ষা করেছেন। অসচ্ছল, গরিব, দুঃখী, ইয়াতিম, ভিক্ষুক ও অসহায় লোকদের প্রতি কঠোর হওয়া যাবে না তাদের ধমকও দেয়া যাবে না। অসহায় লোকদের সাথে সর্বাবস্থায় ভালো ব্যবহার করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিগণ সুরা আদ-দুহা অনুবাদসহ মুখস্থ করবেন এবং টিউটরকে শোনাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'আদ-দুহা' শব্দের অর্থ কি ?
(ক) পূর্বাহ্ন (খ) অপরাহ্ন (গ) মধ্যাহ্ন (ঘ) রাত

২। সুরা 'আদ-দুহা' কুরআন মজিদের কততম সুরা ?
(ক) ৬৩ তম (খ) ৯৩তম (গ) ৮৩ তম (ঘ) ৯৫ তম

৩। সুরা আদ-দুহার আয়াত সংখ্যা কত ?
(ক) ২১টি (খ) ৪১টি (গ) ১১ টি (ঘ) ৩১টি

৪। আবূ লাহাবের স্ত্রীর নাম কী ?
(ক) উম্মে জামিল (খ) উম্মে হানি (গ) উম্মে কুলসুম (ঘ) উম্মে সালমা

৫। সুরা আদ-দুহা কোথায় অবতির্ণ হয়েছে ?
(ক) মদিনায় (খ) মক্কায় (গ) আরাফায় (ঘ) কুফায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ক ২.খ ৩.গ ৪.ক ৫.খ

পাঠ- ৮ : সুরা আল-ইনশিরাহ (سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ)

উদ্দেশ্য

- সুরাটির অর্থ বলতে পারবেন।
- সুরাটির শানে নুযুল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুরাটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- সুরাটির মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুরাটির শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সুরাটির শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

সুরার পরিচয়: সুরা 'আল-ইনশিরাহ' মক্কি সুরা। এর আয়াত সংখ্যা ০৮টি। সুরাটির প্রথম আয়াত থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে আল-ইনশিরাহ। এটি কুরআনের ৯৪ তম সুরা।

শানে নুযূল: নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিভিন্নভাবে কাফির-মুশরিকদের বাধার সম্মুখিন হয়েছিলেন। মক্কা নগরির সবাই তাঁকে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। বিশ্বস্ততার কারণে লোকেরা তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকতো। বিশ্বাস করে মানুষ তাঁর নিকট আমানত রাখতো। কিন্তু নবুওয়াত লাভের পর রাসূল (স.) এর আপনজনই তাঁর শত্রু হয়ে গেলো। কাফির-মুশরিকরা তাঁকে কবি, পাগল, যাদুকর, গণক ইত্যাদি বলে গালাগাল করতো। নানাভাবে তাঁর উপর নির্যাতন করতো। কখনও তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। নামাযরত অবস্থায় তাঁর ঘাড়ের উপর উটের নাড়িভূড়ি চাপিয়ে দেয়া হতো। এভাবে একের পর এক কষ্ট দেয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (স.) হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে তাঁকে সান্তনা দেয়ার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ এই সুরা নাযিল করেন।

অনুবাদ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ	(১) আমি কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি ?
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ	(২) আমি অপসারণ করেছি আপনার ভার,
الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ	(৩) যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক,
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ	(৪) আর আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।
فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ	(৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ	(৬) অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে।
فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ	(৭) অতএব যখন আপনি অবসর পান একান্তেই ইবাদত করুন
وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ	(৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

শব্দার্থ

اَلَمْ	-দেইনি / নাই কি?	نَشْرَحْ	-উন্মুক্ত করি / প্রশস্ত করি
لَكَ	-আপনার/ তোমার	صَدْرَكَ	-আপনার বক্ষ / তোমার বক্ষ
وَ	-এবং	وَضَعْنَا	-আমরা অপসারণ করেছি/আমরা লাঘব করেছি

عَنكَ	-আপনার থেকে / তোমার থেকে	وِزْرَكَ	-আপনার ভার/আপনার বোঝা
الَّذِىٓ	-যা	اَنْقَضَ	-অতিশয় কষ্টদায়ক / ভেঙ্গে দিচ্ছিল
ظَهْرَكَ	-আপনার পিঠ/ তোমার পৃষ্ঠদেশ	رَفَعْنَا	-আমরা উচ্চ মর্যাদা দান করেছি
لَكَ	-আপনার জন্য/ তোমার জন্য	ذِكْرَكَ	-আপনার খ্যাতিকে
فَإِنَّ	-অতঃপর নিশ্চয়	مَعَ	-সাথে / সঙ্গে
الْعُسْرِ	-কষ্টের	يُسْرًا	-স্বস্তি
فَإِذَا	-অতঃপর	فَرَغْتَ	-তুমি অবসর পাও
فَانْصَبْ	-একান্তে/ ইবাদত করুন	إِلَىٰ	-প্রতি
رَبِّكَ	-আপনার প্রভু/পালনকর্তা	فَارْغَبْ	-অতঃপর মনোনিবেশ করুন

সুরা ইনশিরাহ-এর ব্যাখ্যা ঃ

আলোচ্য সুরায় রাসুলুল্লাহ্ (স.) এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১-৪ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবি করিম (স.) কে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করার বিষয় উল্লেখ করেছেন।
ক. আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিয়েছেন,

খ. নবুওয়াতের প্রথম দিকের দায়িত্বের যে বোঝা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মেরুদন্ড নুইয়ে দিয়েছিল, তা আল্লাহ তাআলাই অপসারণ করে দিয়েছিলেন।

গ. রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুনাম ও মর্যাদা সারা বিশ্বে বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। এই তিনটি নেয়ামত প্রদানের মাধ্যমেই রাসলুল্লাহ্ (স.)-কে বিশ্বনবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের সময় আরবে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, মারামারি, হানহানি আর অশ্লীলতায় ভরে গিয়েছিল। আরবরা নানা প্রকারের মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলো। তাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) সর্বদা ভাবতেন। এজন্য এলাকার যুবকদের নিয়ে তিনি সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করতেন। কখনো হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে নবুওয়াতদানের মাধ্যমে চিন্তামুক্ত করেন। নবি করিম (স.) আরবদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মক্কার কাফির-মুশরিকদের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) কাফির-মুশরিদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন।

৫-৬ নং আয়াতে রাসূল (স.) কে সান্তনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি কাফির-মুশরিকদের দ্বারা যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করছেন তা স্থায়ী হবে না। কেননা, দুঃখের পরই সুখ আসে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছিল।

৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স.)-কে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার আহবান জানিয়ে বলেন 'হে রাসূল! আপনি যখনই অবসর পাবেন, তখন নির্জনে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করবেন। এর মধ্যে আপনার জন্য বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সুরা ইনশিরাহ এর শিক্ষা

১। যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে আল্লাহ তার অন্তরকে খুলে দেন।
২। মানুষের মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি সবই আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মর্যাদার আসনে আসীন করেন।
৩। মানব-জীবনে দুঃখ-কষ্ট থাকবেই। এ অবস্থায় হতাশ হওয়া যাবে না।
৪। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি ধৈর্যের সহিত মোকাবিলা করতে হবে।
৫। দুনিয়ায় সুখ-দুঃখ পাশাপাশি অবস্থান করে। এদুটোকে আলাদা করার সুযোগ নেই।

৬। দুঃখ যত কঠিনতর হবে, পুরস্কার ততো বড় হবে।
৭। যারা ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবে, তারা পদে পদে বাধার সম্মুখিন হবে। এটা দুনিয়ার রীতি।
৮। দুনিয়াতে যারা ইসলামের উন্নতির জন্য কাজ করবে, তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-শান্তি ত্যাগ করার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।
৯। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করতে হবে। সময়কে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে।
১০। মুমিনের লক্ষ্য হবে একমাত্র আখিরাতের সুখ লাভ করা।

সারসংক্ষেপ

নবুওয়াতের প্রথম দিকে দায়িত্বের বোঝা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মেরুদন্ড নুইয়ে দিয়েছিল। কারণ সে সময় সমগ্র আরব অন্যায় ও অবিচারে ভরে গিয়েছিল। এ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) এলাকার যুবকদের নিয়ে সমাজ সংশোধনের চেষ্টা শুরু করেন। প্রথম দিকে মক্কার কাফির-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরোধিতা করতো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সফল হন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সুনাম ও মর্যাদা সারা বিশ্বে বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছিল।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিরা এ সুরার শিক্ষাসমূহ টিউটোরিয়াল ক্লাসে একে অপরের সাথে আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **'নাশরাহ'** শব্দের অর্থ কি ?
(ক) প্রশস্ত করা (খ) সংকুচিত করা
(গ ছোট করা (ঘ) বড়ো করা

২। **'সুরা আল-ইনশিরাহ'** কুরআন মজিদের কততম সুরা ?
(ক)৭৪তম (খ) ৯৪তম
(গ) ৮৪তম (ঘ) ১০০তম

৩। **সুরা আল-ইনশিরাহ**-এর আয়াত সংখ্যা কতো ?
(ক) ১৮টি (খ) ১০টি
(গ) ৮ টি (ঘ) ১২ টি ।

৪। **সুরা আল-ইনশিরাহ** কোথায় নাযিল হয়েছে ?
(ক) মদিনায় (খ) মক্কায়
(গ) আরাফায় (ঘ) কুফায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ক ২. খ ৩. গ ৪. খ

পাঠ-৯ : সুরা আত-তীন (سُوْرَةُ التِّين)

উদ্দেশ্য

- সুরাটির প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- সুরাটির নামকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সুরাটির অনুবাদ করতে পারবেন।
- সুরাটির শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুরাটির শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে করতে পারবেন।

সুরাটির পরিচয় : সুরা 'আত-তীন' মক্কি সুরা। এটি ০৮ আয়াত বিশিষ্ট। প্রথম শব্দ 'আত-তীন' থেকে সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এটি আল কুরআনের ৯৫ তম সুরা।

শানে নুযুল: আলোচ্য সুরায় মানুষের প্রতি আল্লাহর দেয়া কিছু নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন ডুমুর ফল বা বৃক্ষ, যয়তুন ফল বা বৃক্ষ, তুর পর্বত, এবং মক্কা শহর। এগুলোর প্রত্যেকটির সাথেই ইতিহাসের বিষয় জড়িত। এ সুরায় যে সব এলাকায় সবচেয়ে বেশি নবি-রাসূলগণের আগমন ঘটেছে, সেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মানুষকে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। আর অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ	(১) শপথ তীন (ডুমুর) ও যয়তুন এর,
وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ	(২) শপথ সিনাই পর্বতের,
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ	(৩) এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর,
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۫	(৪) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।
ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ	(৫) অত:পর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচু স্তর থেকে নীচু স্তরে।
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ	(৬) কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে; তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؕ	(৭) সুতরাং এর পর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে ?
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ	(৮) আল্লাহ কী বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

শব্দার্থ

وَ	-শপথ	التِّيْنِ	-তীন/আনজির/ডুমুর ফল
الزَّيْتُوْنِ	-যয়তুনের	طُوْرِ	-তুর পর্বত

سِيْنِيْنَ	-সিনাই পর্বত	هٰذَا	-এই
بَلَدِ	-শহর/নগর	اَلْأَمِيْنِ	-নিরাপদ
لَقَدْ	-নিশ্চয়	خَلَقْنَا	-আমি সৃষ্টি করেছি
اَلْاِنْسَانَ	-মানুষকে	فِيْٓ	-মধ্যে
اَحْسَنِ	-সুন্দরতম/অতি উত্তম	تَقْوِيْمٍ ۪	-গঠনে/কাঠামোয়/ অবয়ব
ثُمَّ	-অত:পর	رَدَدْنٰهُ	-তাকে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি
اَسْفَلَ	-অতি নিচে	سٰفِلِيْنَ	-নিচ থেকে নিচ/ সব কিছুর নিচুতে
اِلَّا	-ব্যতিত	الَّذِيْنَ	-যারা
اٰمَنُوْا	-ঈমান এনেছে/ বিশ্বাস করেছে	وَ	-এবং
عَمِلُوْا	-আমল করেছে/কাজ করেছে	الصّٰلِحٰتِ	-সৎ কর্ম/নেকীর কাজ
فَلَهُمْ	-তাদের জন্য	اَجْرٌ	-প্রতিফল/ পুরস্কার
غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۪	-অশেষ/ বেহিসাব	فَمَا	-অতঃপর কে
يُكَذِّبُكَ	-অবিশ্বাস করছ/ মিথ্যারোপ করতে পারে	بَعْدُ	-এরপর
بِالدِّيْنِ	-কর্মফল সম্বন্ধে/ বিচার দিনের ব্যাপারে	اَلَيْسَ	-নন কি?
بِاَحْكَمِ	-শ্রেষ্ঠ বিচারক / মহান বিচারক	الْحٰكِمِيْنَ	-সব বিচারকের

সুরা আত-তীনের ব্যাখ্যা

এই সুরার ১-৩ নং আয়াতে চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে।

ক. তীন অর্থাৎ আনজীর তথা ডুমুর ফল বা বৃক্ষ

খ. যয়তুন ফল বা বৃক্ষ

গ. সিনাই প্রান্তের তূর পর্বত এবং

ঘ. মক্কা শহর। তীন ও যয়তুন ফল অত্যন্ত উপকারী ফল। যয়তুন ফল বরকতময় এবং এর তেল খুব উপকারি। ফিলিস্তিন ও সিরিয়া এলাকায় নবি-রাসূলগণের আগমন বেশি হয়েছে। তূরে সীনা পর্বতও এ এলাকায় অবস্থিত। এ পর্বত বরকতময় স্থান। এ পর্বতে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। এখানে তাওরাত কিতাব নাযিল হয়। 'বালাদুল আমিন' তথা মক্কা শহরের শপথ করা হয়েছে। 'বালাদুল আমিন' বা নিরাপদ নগরীটি হযরত ইব্রাহীম (আ) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে কাবা শরিফ অবস্থিত। এখানে মারামারি ও রক্তপাত করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

৪ নং আয়াতে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি, যা দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। মানুষকে এত মর্যাদা দেয়ার পরও তারা অসৎ কর্মে লিপ্ত হলে, তাদের পরিণতি কি হতে পারে সে ব্যাপারে এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি ভালো কাজ না করে মন্দ পথে চলে, তবে তারা পশুর চেয়েও অধম হবে। আর যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার প্রদান করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে ৬ নং আয়াতে।

সুরার শেষ অংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা পরকালে সব মানুষকে একত্র করবেন। ভালো-মন্দ সকল কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। আল্লাহই হবেন সে দিনের সবচেয়ে বড় বিচারক 'আহকামুল হাকিমীন'। ভালো-মন্দের ভিত্তিতেই সেদিন পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে।

সুরা আত-তীনের শিক্ষা

১। এ সুরায় মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা তুলে ধরা হয়েছে।
২। মানুষের সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের উপর পরকালের পুরস্কার নির্ভর করে।
৩। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সৎকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৪। মানুষ যদি অসৎ কর্ম করে, তবে সে আর মানুষ থাকে না। সে পশুর চেয়েও নিচে নেমে যায়।
৫। মানুষকে উত্তম রূপে সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে।
৬। মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন জিনিসের শপথ করা হয়েছে।
৭। মানুষকে আল্লাহ উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন, কাজেই মানুষের উচিত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
৮। আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।
৯। কোনো বিবেকবান আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

এ সুরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। তীন, যয়তুন ফল, সিনাই পর্বত এবং মক্কা শহর। এ গুলোর আলাদা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তীন ও যয়তুন ফল অত্যন্ত উপকারী ফল। তূরে সীনা পর্বতে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। এখানে তাওরাত কিতাব নাযিল হয়। 'বালাদুল আমিন' তথা মক্কা নগরীতে হযরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে কাবা শরিফ অবস্থিত। মানুষকে আল্লাহ সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদের সৎকর্মশীল হতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিরা সুরাটির এবং অনুবাদ মুখস্থ করবে এবং নামাযে পাঠ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'আত-তীন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) ডুমুর ফল (খ) আতা ফল
(গ) তেতুল ফল (ঘ) জলপাই।

২। 'সুরা আত-তীন' কুরআন মজিদের কততম সুরা ?
(ক) ৮০তম (খ) ৭৫তম
(গ) ৯৫তম (ঘ) ১০০তম।

৩। 'সুরা আত-তীন'-এর আয়াত সংখ্যা কতো ?
(ক) ১০টি (খ) ৮টি
(গ) ১২টি (ঘ) ১৫টি।

৪। 'সুরা আত-তীন' কোথায় নাযিল হয় ?
(ক) মক্কায় (খ) মদিনায়
(গ) মিনায় (ঘ) জেদ্দায়।

৫। 'সুরা আত-তীন'-এ কয়টি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে ?
(ক) ২টি (খ) ৬টি
(গ) ৫টি (ঘ) ৪টি।

৬। 'যয়তুন' শব্দের অর্থ কী ?
(ক) পাহাড় (খ) পর্বত
(গ) শহর (ঘ) যয়তুন বৃক্ষ

৭। 'বালাদুন আমিন' দ্বারা কোন শহরকে বোঝানো হয়েছে ?
(ক) মদিনা শহর (খ) মক্কা শহর
(গ) তায়েফ নগরি (ঘ) জেদ্দা নগরি

৮। 'বালাদুন আমিন' অর্থ কি ?
(ক) নিরাপদ শহর (খ) অনিরাপদ শহর
(গ) বসবাসের উপযোগি নগরি (ঘ) শান্ত নগরি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা:

১.ক ২.গ ৩. খ ৪. ক ৫.ঘ ৬. ঘ ৭. খ ৮.ক

পাঠ ১০ : সুরা আল-মাউন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ)

উদ্দেশ্য

- এ সুরার প্রতিটি শব্দের অর্থ শিখতে পারবেন।
- এ সুরার নামকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সুরাটির অনুবাদ করতে পারবেন।
- এ সুরার শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুরাটি শুদ্ধভাবে মুখস্থ করতে পারবেন।
- সুরাটির শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

সুরাটির পরিচয় : সুরা 'আল-মাউন' মক্কি সুরার অন্তর্গত। এর আয়াত সংখ্যা ৭। সুরাটির শেষ শব্দ 'আল-মাউন' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে। এটি আল-কুরআনের ১০৭ নম্বর সুরা।

বিষয়বস্তু: এ সুরায় মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা ও মানসিক রোগের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ (১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দীনকে মিথ্যা বলে ?

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ (২) সে তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়,

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ؕ (৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ (৪) সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ (৫) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন,

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে,

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ (৭) এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস সাহায্যদানে বিরত থাকে।

শব্দার্থ

اَ	-কি ?	رَءَيْتَ	-আপনি দেখেছেন
الَّذِى	-যে	يُكَذِّبُ	-মিথ্যা বলে/ অবিশ্বাস করে
بِالدِّيْنِ	-দীন	فَذٰلِكَ	-সে অত:পর ঐ (লোক)
الَّذِى	-যে	يَدُعُّ	-রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়
الْيَتِيْمَ	-ইয়াতিম/ অনাথ	وَ	-এবং
وَلَا	-না	يَحُضُّ	-উৎসাহিত করা
عَلٰى	-ব্যাপারে	طَعَامِ	-খাদ্য/ অন্ন
الْمِسْكِيْنِ	-অভাবগ্রস্ত/মিসকীন/ নিঃস্ব	فَوَيْلٌ	-সুতরাং দুর্ভোগ/ অত:পর ধ্বংস
لِّلْمُصَلِّيْنَ	-নামাযীদের জন্য	الَّذِيْنَ	-যারা
هُمْ	-তারা	عَنْ	-হতে/ সম্বন্ধে
صَلَاتِهِمْ	-তাদের নামায	سَاهُوْنَ	-উদাসীন/বেখবর
الَّذِيْنَ	-যারা	هُمْ	-তারা
يُرَآءُوْنَ	-লোকদের দেখানোর জন্যে কাজ করা	وَ	-এবং
يَمْنَعُوْنَ	-দেয় না / বিরত থাকে	الْمَاعُوْنَ	- নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস

সুরা আল-মাউন এর ব্যাখ্যা

১নং আয়াতে কাফির-মুশরিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-যারা তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করে।

২-৩ নং আয়াতে এমন সব অবিশ্বাসী কাফিরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অসৎ চরিত্রের অধিকারি। তারা ইয়াতিমের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মিসকিনদেরকে খেতে দেয় না। এ সমস্ত লোক ইয়াতিমদের সম্পদ জোর করে দখল করে এবং গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি ইয়াতিম, মিসকিন, দুস্থ ও দরিদ্রকে এরা নিজেরা তো সাহায্য করেই না, অন্যদেরকেও উৎসাহিত করে না।

৪-৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মুসলমান মনে হলেও তারা যথানিয়মে নামায পড়ে না। নামাযে তারা যথাযথ গুরুত্ব দেয় না। নামাযের ফজিলত সম্পর্কেও তাদের কোনো ধারণা নেই। নামায পড়া অবস্থায় তারা পরনের জামা-কাপড় নিয়ে খেলা করে। নামাযে বারবার হাই তোলে। রুকু-সিজদা ঠিক মত আদায় করে না। তাড়াহুড়া করে। তারা লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করে থাকে। নিজেদের মুসলমানিত্ব প্রকাশ করার জন্যই তারা মাঝে মধ্যে মসজিদে আসে এবং লোক দেখানো সালাত আদায় করে।

৭নং আয়াতে মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যথা দা, খুন্তা কুড়াল কোদাল, হাড়ি-পাতিল, চামচ, পেয়ালা, বিছানার চাদর, বালিশ, বালতি ইত্যাদি প্রতিবেশিকে ধার দিতে চায় না।

গ্রামে-গঞ্জে এসব জিনিস একে অপরে প্রয়োজনে ধার নেয় এবং কাজ শেষে ফেরৎ দেয়। কিন্তু মুনাফিকরা তাও করতে চায় না। হাদিসে এসব নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য জিনিস একে অপরকে ধার দেয়া অনেক সওয়াবের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা মাউন-এর শিক্ষা

১. বিচার দিবসকে অস্বীকার করা যাবে না।
২. ইয়াতিমের সাথে সদাচরণ করতে হবে।
৩. মিসকিনদের নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী খাবার দিতে হবে।
৪. নামাযে অবহেলা করা যাবে না। নামাযে যত্ন সহকারে কিরাত পড়া ও রুকু-সিজাদা করতে হবে।
৫. নামাযে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।
৬. লোক দেখানো ইবাদত-বন্দেগি করা যাবে না।
৭. নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পাড়া-প্রতিবেশিদের মধ্যে আদান প্রদান করতে হবে।
৮. কুফরি ও মুনাফিকি চরিত্র ত্যাগ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

এ সুরায় বিচার দিবসকে অস্বীকার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কুফরি ও মুনাফিকি চরিত্র ত্যাগ করার আহবান করা হয়েছে। ইয়াতিমের সাথে সদাচরণ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মিসকিনদের খাবার দিতে বলা হয়েছে। অবহেলা না করে যথাযথভাবে নামায আদায় করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশিদের মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস আদান প্রদান করার আহবান জানানো হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিগণ সুরা আল-মাউন অর্থসহ মুখস্ত করে টিউটরকে শোনাবেন এবং পরিবারের অন্যান্যদের সাথে এর অর্থ ও শিক্ষা আলোচনা করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'আল-মাউন' শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ?
(ক) গৃহের প্রয়োজনীয় জিনিস
(খ) দা, খুন্তা কুড়াল কোদাল, হাড়ি পাতিল, চামচ, পেয়ালা
(গ) বিছানার চাদর, বালিশ, বালতি
(ঘ) সবগুলোই ঠিক।

২। **'সুরা আল-মাউন'** কুরআন মজিদের কততম সুরা ?
(ক) ১১০তম সুরা
(খ) ১০০তম সুরা
(গ) ১০৭ তম সুরা
(ঘ) ১২০তম সুরা

৩। **'সুরা আল-মাউন'**-এর আয়াত সংখ্যা কতো ?
(ক) ৬০টি
(খ) ৭টি
(গ) ৮০টি
(ঘ) ৮৫টি

৪। **'সুরা আল-মাউন'** কোথায় অবতীর্ণ হয় ?
(ক) মদিনায়
(খ) মক্কায়
(গ) মুযদালিফায়
(ঘ) জেদ্দায়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ঃ

(১) মাদানি সুরার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

(!) আকারে বড়

(!!) হে মুমিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(!!!) সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ! ও!!　　(খ)! ও !!!

(গ) !! ও!!!　　(ঘ)!,!!ও!!!

(২) নিচের তথ্যসমূহ লক্ষ্য করুন-

!. অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাযীর।　　!!. যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর।

!!!.এবং যারা নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে ধার দেয় না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) !　　(খ) ! ও !!

(গ) !! ও !!!　　(ঘ) !, !!, ও !!!

আল্লাহ বলেন,'আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারি।' (সুরা হিজর, আয়াত : ৯) উপরের তথ্যের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

৩। (!) আল্লাহ তায়ালা কুরআন কুদরতিভাবে হেফাজত করেছেন।

(!!) আল্লাহ তায়ালা হাফেযদের মাধ্যমে হেফাজত করেছেন।

(!!!) আল্লাহ তায়ালা কুরআন লেখনির মাধ্যমে হেফাজত করেছেন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) !　　(খ) ! ও !!

(গ) !! ও !!!　　(ঘ) !, !!, ও !!!

৪। কোন্‌টি কুরআনের অপর নাম নয় ?

(ক) আল-ফুরকান　　(খ) আল-নূর

(গ) আশ-শিফা　　(ঘ) আর-রাহীম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক ক্লাস শেষ করে বাড়ির কাজ দেন। বাড়ির কাজের অংশ হিসেবে ফাতিমা ও নাসিমা তাদের ইসলাম শিক্ষা বইটি নিয়ে আলোচনায় বসে। তারা উভয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করে মাক্কি ও মাদানি সুরার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চায়।

(ক) কুরআন মজিদের সুরাগুলো কয়ভাগে বিভক্ত ?

(খ) মাক্কি সুরা কাকে বলে ?

(গ) মাদানি সুরায় কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ?

(ঘ) মাক্কি ও মাদানি সুরার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

২। আল্লাহ তায়ালা উত্তমরূপে কুরআন তিলাওয়াতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।' রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না সে আমার উম্মত নয়।'

(ক) তিলাওয়াত বলতে কী বুঝেন ?

(খ) আল-কুরআনের মাহাত্ম্য কী ?

(গ) ভুলভাবে কুরআন তিলাওয়াতের পরিণতি কী হবে ?

(ঘ) কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩। শ্রেণি কক্ষে হারুন সাহেব আল-কুরআন ও আল-হাদিস সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। শিক্ষক আল-কুরআন মুখস্থকরণ এবং লিখিতভাবে সংরক্ষণের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এক শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট পুরো কুরআন একসাথে নাযিল না হওয়ার কারণ জানতে চান। শিক্ষক সে কারণগুলো শিক্ষার্থির নিকট পরিস্কারভাবে বর্ণনা করলেন।

(ক) আল-কুরআন কোথায় সংরক্ষিত আছে ?

(খ) আল-কুরআন কারা সংরক্ষণ করতেন ?

(গ) ওহি নাযিল হওয়ার সময় তা কিসের মধ্যে সংরক্ষণ করা হতো ?

(ঘ) ওহি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা না হলে কি সমস্যার সৃষ্টি হতো ?

৪। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের শরিয়তকে (ইসলামি জীবন ব্যবস্থা) পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা আল মায়িদা, আয়াত: ৩)

(ক) শরিয়ত কাকে বলে ?

(খ) ইসলামি শরিয়তের উৎসসমূহ কী কী ?

(গ) ইসলামি শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি কতটুকু ?

(ঘ) ইসলামি শরিয়তের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৫। 'অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাযির, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালীয় নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।' (সুরা আল-মাউন)

(ক) কারা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে ?

(খ) লোক দেখানো নামায বলতে কী বোঝায় ?

(গ) নিত্য ব্যবহার্য বস্তু বলতে কোন কোন জিনিস বোঝানো হয়েছে ?

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে নামায আদায়ের সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৬। আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দেইনি ? আমি দূর করেছি আপনার বোঝা। যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক। (সুরা আল-ইনশিরা)

(ক) সুরা আল-ইনশিরার পরিচয় কী ?

(খ) উদ্দীপকে কাদের কথা বলা হয়েছে ?

(গ) সুরা আল-ইনশিরার শানে নুযূল বর্ণনা করুন।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে যে সব নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা সুরা আল-ইনশিরার আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

৭। আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হয়নি। আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা উত্তম।

(ক) উদ্দীপকে কার কথা বলা হয়েছে ?

(খ) সুরা আদ-দুহায় কোন কোন বিষয়ের শপথ করা হয়েছে ?

(গ) সুরা আদ-দুহায় রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে কীভাবে শান্তনা দেয়া হয়েছে ?

(ঘ) সুরা আদ-দুহার শিক্ষা বর্ণনা করুন।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১. ঘ ২.গ ৩.খ ৪.খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ঘ ২. ঘ ৩.ঘ ৪.ঘ

পাঠ-১১ : শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস : আস-সুন্নাহ্

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আস-সুন্নাহ কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আস-সুন্নাহ বা আল-হাদিসের গুরুত্ব জানতে পারবেন।
- হাদিসের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আস-সুন্নাহ্, আল-হাদিস, হিক্‌মত, সনদ, মতন, কাওলি, ফেলি, তাকরিরি, তাদবিন, মুয়াত্তা, মারফু, মাওকুফ, মাকতু, মুত্তাছিল, মুনকাতি, মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযিয, গরিব, হাদিসে কুদসি, আসহাবে সুফফা, আসমাউর রিজাল, ইলমুল জারাহ ওয়াত তাদিল, দারুল কুফর, দারুল ইসলাম।

ভূমিকা

ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস আস-সুন্নাহ। কুরআনের পরে সুন্নাহ্‌র স্থান। হযরত মুহাম্মদ (স) এর বাণী, কাজ ও রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহর অপর নাম হাদিস। পবিত্র কুরআনে ইসলামের মূলনীতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এ মূল নীতিগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানব জীবনে তা কার্যকর করেছেন। সুন্নাহ ছাড়া ইসলামি শরিয়তকে ভালোভাবে জানা ও বুঝা যায় না।

আস-সুন্নাহ-এর পরিচয়

আস-সুন্নাহ (اَلسُّنَّة) অর্থ রীতিনীতি। শরিয়তের পরিভাষায় মহানবি (স.) এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সমর্থিত রীতি-নীতিকে সুন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহকে হাদিসও বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এ গুলোর বাখ্যা করার জন্য সুন্নাহর প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তায়ালা সালাত আদায়ের বিষয়ে বলেন,

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

"এবং তোমরা সালাত কায়েম করবে।" (সুরা আল-আনআম ৬ : ৭২)

কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কোন সময়ে নামায আদায় করতে হবে তার বিস্তারিত বিধান কুরআনে উল্লেখ নেই। যাকাত প্রদানের নিয়ম-কানুনও কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত নেই। এ ব্যাপারে বিস্তারিত নিয়ম-নীতি বর্ণিত হয়েছে সুন্নাহ বা হাদিসে। এজন্য মানুষকে সুন্নাহ বা হাদিসের জ্ঞান লাভ করার আহবান জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"এবং রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সুরা আল-হাশর ৫৯ : ৭)

সুন্নাহ বা হাদিস ব্যতিত কুরআন সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

" আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না, তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।" (সুরা আন নিসা ৪ : ১১৩)

এ আয়াতে 'আল-কিতাব' দ্বারা কুরআন মজিদ এবং 'আল-হিকমত' দ্বারা সুন্নাহ বা হাদিসকে বুঝানো হয়েছে।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আল-কুরআনের পরে আস-সুন্নাহ বা হাদিসের স্থান। এ কারণে সুন্নাহকে ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস বলা হয়।

সুন্নাহর গুরুত্ব

ইসলামকে একটি গাছের সাথে তুলনা করলে কুরআনকে বলা হবে সেই গাছের মূলকান্ড। আর শাখা ও পাতা হচ্ছে সুন্নাহ বা হাদিস। কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহি এবং সুন্নাহ্ হলো পরোক্ষ ওহি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى-إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحَى

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এ তো ওহি, যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়।"(সুরা আন-নজম ৫৩ : ৩-৪)

আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য রাসূল (স.) এর আনুগত্য করার বিষয়ে কুরআন মজিদে তাগিদ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

"তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো। " (সুরা আল ইমরান ৩ : ৩২)

সুন্নাহ বা হাদিস হল কুরআনের পরিপূরক। এজন্য কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহ বা হাদিসকে অনুসরণ করার আহবান জানিয়ে বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

تَرَكْتُ فِيكُم اَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهٖ

"আমি তোমাদের নিকট দু'টি জনিস রেখে যাচ্ছি, যা আকঁড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথ হারাবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"(মিশকাত)

এতে সহজেই সুন্নাহর গুরুত্ব বোঝা যায়।

সুন্নাহ বা হাদিসের প্রকারভেদ

হাদিস বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা (সনদ) এবং হাদিসের ভাষাকে (মতন) কেন্দ্র করে হাদিসকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে। হাদিসের বর্ণনাকারিদের সূত্রকে সনদ বলা হয়। আর হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়। হাদিস বিজ্ঞানে সনদ ও মতন উভয়টিই গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসের প্রকারভেদ

ক. মতন বা মূল বিষয়বস্তু হিসেবে হাদিস তিন প্রকার। যথা -

১) কাওলি (قَوْلِيْ) : কাওল শব্দের অর্থ কথা, বাণী। মহানবি (স.)-এর বাণীকে হাদিসে কাওলি বা বাণী মূলক হাদিস বলা হয়।

২) ফেলি (فِعْلِيْ) : ফেল শব্দের অর্থ কাজ। যে হাদিসে মহানবি (স.)-এর কোনো কাজের বিবরণ স্থান পেয়েছে তাকে হাদিসে ফেলি বা কর্মমূলক হাদিস বলা হয়।

৩) তাকরিরি(تَقْرِيْرِيْ): তাকরিরি শব্দের অর্থ মৌন সম্মতি। সাহাবিগণ মহানবি (স.)-এর সামনে শরিয়ত সম্পর্কিত কোন কথা বলেছেন বা কোন কাজ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নীরব থেকে এর প্রতি মৌন সম্মতি দিয়েছেন, এরূপ হাদিসকে হাদিসকে তাকরিরি বা সম্মতিসূচক হাদিস বলা হয়।

খ. সনদ বা বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতার দিক থেকে হাদিস তিন প্রকার। যথা -

১। মারফু হাদিস (مَرْفُوْع) : যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনাকারিদের ধারাবাহিকতা মহানবি (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদিসে মারফু বলে।

২। মাওকুফ হাদিস (مُوْقُوْفُ) : যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনাকারিদের ধারাবাহিকতা মহানবি (স) পর্যন্ত পৌঁছেনি বরং কোন তাবেয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদিসে মাওকুফ বলে।

৩। মাকতু হাদিস (مَقْطُوْع) : যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা কোন তাবেয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে হাদিসে মাকতু বলে।

গ. সনদ হিসেবে দুই প্রকারের হাদিস রয়েছে। যথা-

১। মুত্তাছিল হাদিস (مُتَّصِلَ) : যে হাদিসের বর্ণনাকারিদের ধারাবাহিকতার মধ্যে কোনো স্তরে কোনো বর্ণনাকারির নাম বাদ পড়েনি তাকে হাদিসে মুত্তাছিল বলে।

২। মুনকাতি হাদিস (مَنْقَطِعْ) : যে হাদিসের বর্ণনাকারিদের ধারাবাহিকতার মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণনাকারির নাম বাদ পড়েছে তাকে হাদিসে মুনকাতি বলে।

ঘ. মুত্তাছিল হাদিস চার প্রকার ঃ

(১) মুতাওয়াতির হাদিস (مُتَوَاتِرْ) : যে হাদিসের বর্ণনাকারিদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে এত অধিক যে, উক্ত হাদিস শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এর বর্ণাকারিদের মিথ্যার উপর একমত হওয়াও অসম্ভব। এরূপ হাদিসকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে।

(২) মাশহুর হাদিস (مَشْهُوْر) : যে হাদিসের বর্ণনাকারিদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে তিনজন এবং উপরে মুতাওয়াতির এর সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনি তাকে হাদিসে মাশহুর বলে।

(৩) আযিয হাদিস (عَزِيْز) : যে হাদিসের বর্ণনাকারির সংখ্যা প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে দু'জন হয়ে থাকে তাকে হাদিসে আযিয বলে।

(৪) গরিব হাদিস (غَرِيْب) : যে হাদিসের বর্ণনাকারির সংখ্যা কোনো এক যুগে মাত্র একজন হয়ে থাকে তাকে হাদিসে গরিব বলা হয়।

হাদিসে কুদসি :

যে হাদিসের বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবি (স.) নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাকে হাদিসে কুদসি বলা হয়। হাদিসে কুদসির বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর বাণী, কাজ ও রীতিনীতিকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহ্কে হাদিসও বলা হয়। কুরআনের পরেই সুন্নাহ্র স্থান। সুন্নাহ ছাড়া আল-কুরআন যথাযথভাবে ব্যাখা করা যায় না। হাদিসের জ্ঞান ব্যতীত ইসলামি শরিয়তকেও ভালোভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিরা হাদীসের প্রকারভেদ এর একটি তালিকা তৈরি করে পড়ার টেবিলের সামনে টানিয়ে রাখবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১। সুন্নাহ বা হাদিস ইসলামি উৎসের কততম উৎস ?

(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

২। হাদিস শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পর্যালোচনা (খ) কথা বা বাণী (গ) আল্লাহর বাণী (ঘ) পর্যবেক্ষণ করা

৩। হাদিসের মূল বক্তব্যকে কী বলে ?

(ক) মতন (খ) সনদ (গ) সনদ ও মতন (ঘ) রাবি

৪। সুন্নাহ বা হাদিস পবিত্র কুরআনের –

(!) ব্যাখ্যা (!!) পরিপূরক (!!!) অনুলিপি

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) ! ও !! (খ) ! ও !!! (গ)!! ও !!! (ঘ)!, !! ও !!!

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন :

১। ব্যবসায়ী আবদুল আজীজ কুরআন অধ্যয়ন করতে গিয়ে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেখতে পান। কিন্তু কখন, কাকে, কী পরিমাণ সম্পদ যাকাত আদায় করতে হবে তার বর্ণনা কুরআনে বিস্তারিতভাবে পেলেন না। এ অবস্থায় তাকে কী করতে হবে ?

(!) হাদিস পড়তে হবে (!!) ইজমা পড়তে হবে (!!!) কিয়াস জানতে হবে

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) ! (খ) ! ও !!! (গ)!! ও !!! (ঘ)!, !! ও !!!

২। এরূপ অধ্যয়নের ফলে ব্যবসায়ী আবদুল আজীজ জানতে পারবে-

(!) সালাত আদায়ের নিয়মাবলি (!!) যাকাত আদায়ের নিয়মাবলি (!!!) হজ্জ আদায়ের নিয়মাবলি

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) ! (খ) ! ও !!! (গ)!! ও !!! (ঘ)!, !! ও !!!

সৃজনশীল (বর্ণনামূলক উত্তর-প্রশ্ন)

১। আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স.) এর পূর্ণ অনুসরণ করার আহবান জানিয়ে বলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। রাসূল (স.) নিজেও বলেছেন 'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা যতদিন তা আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো : আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।

(ক) হাদিস কাকে বলে ?

(খ) মতন হিসেবে হাদিস কত প্রকার ও কী কী ?

(গ) মুতাওয়াতির হাদিস কত প্রকার ও কী কী ?

(ঘ) হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা বর্ণনা করুন।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.খ ২.খ ৩.ক ৪.খ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ঘ ২.ঘ

পাঠ ১২ : হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিস কীভাবে সংরক্ষণ করা হত তা জানতে পারবেন।
- হাদিস লিখে না রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হাদিস লিখে রাখার জন্য কাদেরকে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তা বলতে পারবেন।
- হাদিস কখন লিখে রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হাদিস কীভাবে গ্রন্থায়ন করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	হাদিস, সিহাহ সিত্তাহ, মুয়াত্তা।

হাদিস সংরক্ষণ

আল-কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরপরও সাহাবায়ে কিরাম কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি তা লিখে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সময়ে হাদিস লিখে রাখার অনুমতি ছিলো না। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে হাদিস লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল। রাসূল (স.) বলেন,

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

"তোমরা আমার কোনো কথা লিখবে না কুরআন ব্যতিত আমার নিকট হতে কেউ কিছু লিখে থাকলে তা মুছে ফেলো।"

কুরআন নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হাদিসও বর্ণিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় যদি কুরআন ও হাদিস একত্রে লিখে রাখার অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে তা মিশে যাওয়ার ভয় ছিল। এ কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে হাদিস না লিখে কেবল মুখস্থ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) সাহাবিদেরকে হাদিস মুখস্থ করার আহবান জানিয়ে বলেছেন,

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি যার নিকট পৌঁছান তিনি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকেন।" (তিরমিযি)

এ থেকে হাদিসের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। সাহাবায়ে কিরাম বিপুল আগ্রহ সহকারে হাদিস মুখস্ত করে রাখতেন।

অবশ্য রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় বেশ কিছু হাদিস লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। রাসূল (স.) এর অনুমতিক্রমে বিশেষত সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে হাদিস লিখে রাখতেন। নবি করিম (স.) হাদিস লিখে রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ

"তোমরা ইলম লিখে রাখো।" (জামিউল বায়ান)

এর থেকে বোঝা যায়, বিশেষ বিশেষ সাহাবির ক্ষেত্রে হাদিস লিখে রাখার অনুমতি ছিল।

হাদিস সংকলন

মহানবি (স.) এর জীবদ্দশায় হাদিস গ্রন্থাকারে সংকলন করা সম্ভব হয়নি। রাসূল (স.) এর ইন্তিকালের পর এবং সাহাবায়ে কিরামের শেষ দিকে খারেজি, রাফেজি, মুতাযিলা ও বিদআতি প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব হয়। কোনো কোনো মহল এ সময়ে মহানবির হাদিসের কিছু কিছু পরিবর্তন করে। ফলে হাদিসের সত্যতা যাচাই করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। এজন্য মুসলিম উম্মাহর অনেক মনীষী হাদিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন।

একদল সাহাবি নবি (স.)-এর জীবদ্দশায় হাদিস সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অত:পর হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে উমাইয়া খলিফা ও বিশিষ্ট তাবেয়ি উমর ইবনে আবদুল আযিয সরকারিভাবে হাদিস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হাদিস লিখন, সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে সরকারি নির্দেশ জারি করেন।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিযের এই নির্দেশ জারি হওয়ার সাথে সাথে হাদিস লিখন, সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলিমগণ হাদিস সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.) এ কাজে এগিয়ে আসেন। তারপর মক্কা, মদিনা, মিশর, ইয়ামান, বসরা, খোরাসান প্রভৃতি শহরে হাদিস সংগৃহীত হতে থাকে। এ যুগেই ইমাম মালিক (র)'মুয়াত্তা' গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটা প্রথম লিখিত সর্বাধিক বিশুদ্ধ 'হাদিস গ্রন্থ'।

হিজরি তৃতীয় শতকে হাদিস সংগ্রহ, সংকলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। এ সময়কে হাদিস সংকলনের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এ যুগেই 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে হাদিসের ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাব অর্থাৎ সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ সংকলিত হয়।

সারসংক্ষেপ

আল-কুরআন নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর হাদিসও বর্ণিত হচ্ছিল। কুরআনের সাথে হাদিস মিশে যাওয়ার আশংকায় সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (স.) হাদিস লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। প্রথম দিকে হাদিস মুখস্থ করার উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর অনুমতিক্রমে কিছু সাহাবি হাদিস লিখে রাখতেন। পরবর্তিতে খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযিযের নির্দেশে ব্যাপকভাবে হাদিস লিখার কাজ সরকারিভাবে শুরু হয়। সর্বপ্রথম ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.) হাদিস লিখার কাজে এগিয়ে আসেন। ইমাম মালিক (র)-এর 'মুয়াত্তা' প্রথম লিখিত সর্বাধিক বিশুদ্ধ 'হাদিস গ্রন্থ'।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। মহানবি (স.)-এর নবুওয়াত লাভের প্রথম দিকে হাদিস লিখে রাখতে কেন নিষেধ করা হয়েছিল ?

(ক) কেউ লেখা-পড়া জানতো না (খ) কুরআনের সাথে মিশে যাওয়ার ভয়ে

(গ) কাগজ-কলমের অভাবে (ঘ) লেখার প্রয়োজন ছিল না।

২। সিহাহ সিত্তাহ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ছয়টি নকল গ্রন্থ (খ) ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ

(গ) ছয়টি সনদমুক্ত হাদিসের গ্রন্থ (ঘ) ছয়টি সাধারণ গ্রন্থ।

৩। সিহাহ সিত্তার মধ্যে কোনটি সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ ?

(ক) বুখারি (খ) মুসনাদে আহমদ (গ) মিশকাত (ঘ) নাসায়ি।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। সাহাবিগণ হাদিস সংরক্ষণ করতেন –

(!) নিজেরা মুখস্থ করে (!!) পরিজনদের শুনিয়ে (!!!) লিখিতভাবে

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) ! ও !! (খ) ! ও !!! (গ)!! ও !!! (ঘ)!, !! ও !!!

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.খ ২.খ ৩.ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ঘ

পাঠ - ১৩ : হাদিস ১ : নিয়ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- নিয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসের শিক্ষা বলতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	আমল, নিয়াত, হিজরত।

মূল হাদিস

اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অনুবাদ : (রাসূলুল্লাহ স. বলেন) কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। (সহিহ বুখারি)

শব্দার্থ

اِنَّمَا নিশ্চয়, অবশ্য اَلْاَعْمَالُ সকল কাজ بِالنِّيَّاتِ মনের ইচ্ছা।

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসটি সহিহ বুখারি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মর্মার্থের দিক থেকে হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসটিতে নিয়তের শুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশে অনেক নির্যাতিত মুসলমান মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। তারা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলো। তবে তাঁদের মধ্যে কিছু লোক দুনিয়ার স্বার্থ লাভের জন্য হিজরত করেছিলো। নবি করিম (স.) এই দুই ধরনের লোকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আলোচ্য হাদিসটি বর্ণনা করেন।

রাসূল (স.) বলেন, যে ব্যক্তি যা নিয়ত করবে সে অনুযায়ী তার ফল পাবে। সে সময় 'উম্মে কায়স' নামে এক মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি মদিনায় হিজরত করে। এ ব্যক্তি হিজরত করলেও উদ্দেশ্য ছিল মহিলাকে বিবাহ করা। কিন্তু নিয়ত ঠিক না থাকায় হিজরতের সাওয়াব সে পাবে না। তাই নিয়ত খালেস হতে হবে। কর্মের সাথে নিয়তের সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি যে রূপ নিয়ত করবে তদ্রুপ ফলই সে পাবে। রাসূল (স.) বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে নিহত হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, দুনিয়াতে তুমি কী আমল করেছ ? সে বলবে, আমি দুনিয়াতে ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছো বীরত্বের খ্যাতি লাভের জন্য। দুনিয়াতে তোমাকে বীর পুরুষ বলা হয়েছে। অত:পর তাকে অধোমুখি করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এতে প্রমাণিত হয়, নিয়ত অনুযায়ী কাজের ফলাফল দেয়া হবে।

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা যেসব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি-

১. কর্মের সাথে নিয়তের সম্পর্ক রয়েছে।

২. ভালো কাজের জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন।

৩. যে ব্যক্তি যা নিয়ত করবে, সে অনুযায়ী ফল পাবে।
৪. নিয়তের বিশুদ্ধতার উপর সাওয়াব নির্ভর করে।
৫. ভালো ফল পেতে হলে মুনাফিকি চরিত্র বর্জন করতে হবে।
৬. যারা প্রকৃত মুহাজির তাদের হিজরত আল্লাহর নিকট কবুল হবে।
৭. ভালো কাজ খারাপ নিয়তে করলে তাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

সারসংক্ষেপ

নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি ছোট হলেও এর গুরুত্ব অনেক বেশি। কর্মের সাথে নিয়তের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই সহিহ বুখারির শুরুতেই বলা হয়েছে যে, মানুষ যেরূপ নিয়ত করবে, তার ফলাফলও সে রূপই হবে। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নিয়তের বিশুদ্ধতা অনুযায়ি ফলাফল প্রদান করা হবে। সুতরাং প্রতিটি কাজের সাওয়ার পাওয়ার জন্য নিয়তকে সহিহ রাখতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিরা হাদিসটি অর্থসহ মুখস্থ করবে এবং টিউটোরিয়াল ক্লাসে শোনাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১। নিয়তের হাদিসটি কোন্ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?
(ক) মুসনাদে আহমদ (খ) সহিহ বুখারি (গ) মিশকাত শরিফ (ঘ) নাসায়ি শরিফ

২। 'নিয়তের জন্য কী প্রয়োজন ?
(ক) নিয়ত খালেস হতে হবে (খ) নিয়তে বিশুদ্ধতা থাকতে হবে (গ) নিয়ত যথাযথ হতে হবে (ঘ) সবগুলোই ঠিক।

বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন ঃ

১। কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। কাজেই-
(!) ভালো নিয়তে পুরস্কার পাবে (!!) খারাপ নিয়তে শাস্তি পাবে (!!!) নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই।
নিচের কোন্টি সঠিক
(ক) ! (খ) ! ও !!! (গ) ! ও !! (ঘ)!, !! ও !!!

সৃজনশীল (রচনামূলক প্রশ্ন)

জামাল সাহেব সমাজের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তিনি মানুষকে দান করে এই আশায় যে- লোকে তাকে দানবির বলবে। জামাল সাহেবের আশা পূরণ হবে বটে কিন্তু তাঁর দান আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
(ক) নিয়ত কাকে বলে ?
(খ) 'নিয়ত অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়'- কথাটির অর্থ কী ?
(গ) নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে বর্ণনা করা হয়েছে ?
(ঘ) নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটির শিক্ষা বর্ণনা করুন।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক ২.গ
বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.খ

পাঠ-১৪ : হাদিস - ২ ইসলামের ভিত্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- হাদিসটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসটির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসটির শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	বুনিয়াদ, ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ।

মূল হাদিস

بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ، وَاِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ،

অনুবাদ : (হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন) ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

শব্দার্থ

بُنِيَ-	স্তম্ভ/ ভিত্তি	اَلِاسْلَامُ	ইসলাম
عَلٰى-	উপর	خَمْسٍ	পাঁচটি
شَهَادَةِ-	সাক্ষ্য দেয়া	اَنْ	যে
لَا-	নেই	اِلٰهَ	ইলাহ
اِلَّا اللهُ-	আল্লাহ ব্যতিত	اَنَّ	নিশ্চয়
عَبْدُهٗ-	বান্দা / দাস	رَسُوْلُهٗ	তাঁর রাসূল/ প্রেরিত পুরুষ
اِقَامِ-	প্রতিষ্ঠিত করা	الصَّلَاةِ	সালাত
اِيْتَاءِ-	প্রদান করা/ দেয়া	الزَّكَاةَ	যাকাত
اَلْحَجِّ	হজ্জ	وَصَوْمِ	রোযা
رَمَضَانَ-	রমযান মাস		

হাদিসের ব্যাখ্যা

হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে ইসলামকে একটি তাঁবু বা দালানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাঁবু বা দালান খুঁটি বা স্তম্ভ ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ইসলামের মৌলিক খুঁটি বা ভিত্তি ৫টি।

(১) ইসলামের প্রথম খুঁটি বা ভিত্তি হলো কালিমা। কালিমায় আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ এবং মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। এটা ইসলামে প্রবেশ করার প্রধান দরজা। প্রতিটি মুসলমানকে প্রথমেই সাক্ষ্য দিতে হয় যে, আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

(২) ইসলামের দ্বিতীয় খুঁটি বা ভিত্তি হলো সালাত। ঈমানের পর সালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর উপর সালাত ফরয। সালাত মানুষকে সকল অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

"সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে।" (সুরা আনকাবুত, ২৯ : ৪৫)

রাসূল (স.) বলেন اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ "নিশ্চয় সালাত দ্বীন ইসলামের খুটি।"(সহিহ বুখারি)

সালাতের মাধ্যমে বান্দা ও মহান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্কে গড়ে ওঠে।

(৩) ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি হলো যাকাত। সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। আল-কুরআনে বারবার সালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর যাকাত ফরয। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।" (আয-যারিয়াত ৫১ : ১৯)

সাংসারিক ব্যয়ের পর বাৎসরিক উদ্বৃত্ত সম্পদের শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হয়। এতে মানুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

(৪) হজ্জ ইসলামের চতুর্থ ভিত্তি। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর উপর জীবনে একবার হজ্জ ফরজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

"মানুষের মধ্যে যার আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে তার উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ পালন করা অবশ্য কর্তব্য।" (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৯৭)

হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। সাথে সাথে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় হয়।

(৫) ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি রমযান মাসের সাওম পালন করা। সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সকল প্রকার পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হতে বিরত থাকাকে সাওম বলে। সাওম পালন করা প্রাপ্ত বয়স্ক সকল সুস্থ মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তিদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো"। (সুরা বাকারা ২ : ১৮৩)

আল্লাহ বলেন, اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

"রোযা আমার জন্য রাখা হয় এবং আমি এর প্রতিদান দেবো"। (হাদিসে কুদসি)

হাদিসে উল্লিখিত ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয় সঠিকভাবে পালন করে মুসলিম হওয়া যায়।

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই-

১. ইসলামের মূল ভিত্তি ৫টি।
২. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।
৩. হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।
৪. সালাত ফরয ইবাদত। দিন-রাত ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয।
৫. সালাত সকল অন্যায় অশ্লীলতা হতে মানুষকে রক্ষা করে।
৬. সম্পদ হতে নির্দিষ্ট অংশ যাকাত দিতে হবে।
৭. সামর্থ্যবানদের জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয।
৮. প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য রমযানের একমাস সাওম পালন করা আবশ্যক।

সারসংক্ষেপ

ইসলামকে এখানে একটি তাঁবুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি তাঁবু তৈরি করার জন্য চার কোণায় ৪টি এবং মাঝখানে ১টি খুঁটিসহ মোট ৫টি খুঁটির প্রয়োজন হয়। ইসলামেরও ৫টি খুঁটি বা ভিত্তি রয়েছে। এগুলো ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এগুলো হলো (১) কালিমা (২) সালাত বা নামায (৩) যাকাত (৪) হজ্জ এবং (৫) সাওম বা রোযা। এর একটি অস্বীকার করলেও কোনো মানুষ আর মুসলমান থাকে না।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা হাদিসটি অর্থসহ মুখস্থ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ?

(ক) ৪টি (খ) ৫টি (গ) ৩টি (ঘ) ৬টি।

২। ইসলামের প্রথম খুঁটি কোনটি ?

(ক) কালিমা (খ) নামায (গ) রোযা (ঘ) হজ্জ।

৩। ইসলামের দ্বিতীয় খুঁটি কোনটি ?

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ঃ

১। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হচ্ছে -

(!) ঈমান (!!) সালাত (!!!) যাকাত

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) ! (খ) ! ও !!! (গ) !! ও !!! (ঘ) !, !! ও !!!

সৃজনশীল (রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন)

১। তারেক ও তাহের দুই ভাই। বড় ভাই তারেক দশম শ্রেণিতে পড়ে। ছোট ভাই তাহের ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, আচ্ছা বলতো ইসলামের স্তম্ভ কয়টি? ছোট ভাই জানতে চাইল খুঁটি বা স্তম্ভ বলতে কী বুঝায়? বড় ভাই বলল, স্তম্ভ অর্থ খুঁটি। এ খুঁটির উপরই ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাই এগুলোর উপর ঈমান আনা এবং যথাযথভাবে পালন করা মুসলমানদের জন্য ফরয।

(ক) স্তম্ভ কাকে বলে ?

(খ) ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কী কী ?

(গ) কালিমা বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এই চারটির কোনটি কী ধরনের ইবাদত ?

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.খ ২. ক ৩. গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ক

পাঠ ১৫ : হাদিস-৩ : দানশিলতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি বাংলায় অনুবাদ করতে পারবেন।
- হাদিসের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসটির আলোকে জীবন গড়ে তুলতে পারবেন।

মূল হাদিস

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ اَحَدُهُمَا: اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

অনুবাদ : বান্দাগণ প্রতিদিন সকালে উপনীত হলে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তুমি এর বিনিময় দান করো। অপর ফেরেশতা বলেন, হে আল্লাহ! সম্পদ জমাকারীকে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত করো। (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

শব্দার্থ ঃ

يَوْمٌ	দিন	يُصْبِحُ-	সকালে উপনীত হওয়া
اَلْعِبَادُ	বান্দাগণ	مَلَكَانِ-	দুইজন ফেরেশতা
يَنْزِلَانِ	তারা দুইজন অবতরণ করেন	اَحَدُهُمَا-	তাদের মধ্যে একজন
اَللّٰهُمَّ	হে আল্লাহ	اَعْطِ -	তুমি দান করো
مُنْفِقًا	দানকারী/খরচকারী	خَلَفًا	প্রতিদান/বিনিময়
مُمْسِكًا	জমাকারী/কৃপণ	تَلَفًا-	ক্ষতি

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসে অর্থ-সম্পদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাদিসটিতে দানশীল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার এবং কৃপণতার জন্য তিরস্কার করার কথা বলা হয়েছে।

সমাজে ধনী-গরীবসহ বিভিন্ন শ্রেণির লোক বাস করে। ধনী ব্যক্তির উচিত গরিবের প্রতি দানশীল হওয়া। দানশিলতা একটি মহৎ কাজ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, বন্ধুবের জন্য ব্যয় করা দানের অন্তর্ভুক্ত। ভালো জিনিস দান করতে হয়। গোপনে দান করতে হয়। দান করে কাউকে খোঁটা দেয়া যায় না। এভাবে দান করতে পারলে দানকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক ফযিলত রয়েছে। আল্লাহ খুশি হয়ে দানশীলের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আসমানের ফেরেশতারা প্রতিদিন সকালে দানশীলের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকেন। আর কৃপণের জন্য বদ দোয়া করে থাকেন। দানশীলকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে পৌঁছে দেন।

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই

১. দান করা একটি মহৎ গুণ।
২. দানকারীর জন্য ফেরেশতারা দোয়া করেন।
৩. দানের কারণে সম্পদ পবিত্র হয়।
৪. দানের মধ্য দিয়ে সম্পদের প্রতি দানকারীর সম্পদের প্রতি নেশা ও মোহ কমে আসে।
৫. দানের বিনিময়ে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।
৬. দানকারীরা সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।
৭. দানকারীরা সমাজের পরিবর্তন করতে পারে।
৮. সম্পদ জমা করা বিপদের কারণ হয়।
৯. সম্পদ জমাকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।

সারসংক্ষেপ

অর্থ-সম্পদ জমা করে রাখার জিনিস নয়। যারা প্রয়োজনে দান করে না, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে তিরস্কার করা হয়েছে। ধনীর উচিত গরিবের প্রতি দানশীল হওয়া। দানশীলকে আল্লাহ ভালোবাসেন। দানের অনেক সাওয়াব রয়েছে। আল্লাহ খুশি হয়ে দানশীলের সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। তাই ভালো জিনিস দান করতে হবে। গোপনে দান করতে হবে। দান করে কাউকে খোঁটা দেয়া উচিত নয়। এভাবে দান করতে পারলে দানকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক ফযিলত রয়েছে। কৃপণতা করে সম্পদ জমা করে রাখলে তাতে তার ক্ষতি, এতে তার কোনো লাভ নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'দানশিলতা' সম্পর্কিত হাদীস কোন্ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?

(ক) মুসনাদে আহমদ থেকে (খ) বুখারি ও মুসলিম থেকে (গ) মিশকাত শরিফ থেকে (ঘ) নাসায়ী শরিফ থেকে ।

২। কোন জিনিস দান করতে হবে ?

(ক) ভালো জিনিস (খ) খারাপ জিনিস (গ) ত্রুটিপূর্ণ জিনিস (ঘ) ময়লাযুক্ত জিনিস ।

৩। দানশীলকে আল্লাহ কোথায় স্থান দেবেন ?

(ক) কবরে (খ) জাহান্নামে (গ) জান্নাতে (ঘ) হাশরে ।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। দান করার মাধ্যমে মানুষের –

(!) ঈমানের প্রকাশ ঘটে (!!) দানের কারণে সম্পদ পবিত্র হয় (!!!) দানকারির জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে

নিচের কোন্টি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন

আসাদ সাহেব একজন সম্পদশালী মানুষ। তিনি সব সময় ইয়াতিম, গরিব, অসহায় মানুষদের দান করেন।

১। এর ফলে প্রতিদিন সকালে আসাদ সাহেবের জন্য দুআ করেন-

(i) সৃষ্টজীব (ii) ফেরেশতাগণ (iii) জনগণ

নিচের কোন্টি সঠিক

(ক) ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

২। এরূপ দানের জন্য আসাদ সাহেবের সম্পদ হবে -

(i) বরকতময় (ii) সমৃদ্ধশালী (iii) পুণ্যশীল

নিচের কোন্টি সঠিক

(ক) ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.খ ২. ক ৩. গ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক ২.গ

পাঠ-১৬ : হাদিস-৪ বৃক্ষরোপণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি অনুবাদ করতে পারবেন।
- বৃক্ষরোপন ও ফসল উৎপাদনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- পশু-পাখির প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হাদিসটির শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল হাদিস

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

অনুবাদ ঃ (রাসূল স. বলেন) যদি কোনো মুসলমান গাছের চারা রোপণ করে অথবা কোনো শস্য আবাদ করে, তা থেকে যদি কোনো মানুষ অথবা পাখি কিংবা চতুষ্পদ পশু খায়, তবে তা তার (বৃক্ষ রোপণকারী বা শস্য আবাদকারীর) জন্য সাদকা বা দানরূপে গণ্য হবে। (সহিহ বুখারি, মুসলিম)।

শব্দার্থ ঃ

مَا	যা, যে কেউ	-مِنْ	হতে, থেকে
مُسْلِمٍ	মুসলমান	-يَغْرِسُ	রোপণ করে
غَرسًا	বৃক্ষ চারা	-اَوْ	অথবা
يَزْرَعُ	বপন করে	-زَرْعًا	বীজ/ শস্য
فَ	অতঃপর	-يَاكُلُ	ভক্ষণ করে/খায়
هُ	তা	-مِنْ	থেকে
اِنْسَانٌ	মানুষ	-اَوْ	অথবা
طَيْرٌ	পাখি	-بَهِيْمَةٌ	চতুষ্পদ জন্তু
اِلَّا	বরং/ব্যতিত	-كَانَ	হয়
لَهُ	তার জন্য	-صَدَقَةٌ	সাদকা/দান

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসে মানুষের প্রতি বৃক্ষরোপণ ও কৃষি কাজের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব। তাঁর খলিফা। এ জন্য মানুষের প্রতি মানুষের এব পশু-পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি মানুষের বিশেষ দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষ রোপণ অপরিহার্য। বৃক্ষ হতে আমরা ফুল, ফল, কাঠ, ঔষধ ইত্যাদি পেয়ে থাকি। বৃক্ষ আর্থিক সচ্ছলতা আনে। বৃক্ষ আমাদের ছায়া ও অক্সিজেন দেয়। গাছের ডালে পাখি বাসা বেঁধে ডিম পারে ও বাচ্চা ফোটায়। এককথায় বৃক্ষের অবদান অপরিসীম।

মানুষ গাছ লাগালে তা থেকে যারাই উপকৃত হয়, রোপণকারীর জন্য তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। গাছ-পালা লাগিয়ে মানুষ ও পশু-পাখির উপকার করলে দানের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তাই মানুষের উচিত ব্যাপকভাবে গাছ রোপণ করা এবং কৃষি কাজের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা। এতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হওয়া যায়। জীবন-জীবিকায় সচ্ছলতা আসে।

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে-

১. গাছ লাগানো সাওয়াবের কাজ।
২. গাছ থেকে মুসলিম-অমুসলিম এবং পশু-পাখি সবাই উপকার লাভ করে।
৩. বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়।
৪. কৃষি কাজের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব। সকল সৃষ্টির প্রতি মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। গাছ আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে। যারা গাছ লাগাবে এবং এর দ্বারা যারাই উপকার লাভ করুক, তা তাদের জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। এতে মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু গাছের ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে। মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তাই আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো উচিত।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থিরা হাদিসটি অর্থসহ মুখস্থ করবেন। এই হাদিস পড়ার পর বছরে কমপক্ষে একটি করে গাছ লাগাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। গাছ লাগানোর উদ্দেশ্য কী ?
(ক)এতে অনেক সাওয়াব রয়েছে (খ) সবাই উপকার লাভ করে (গ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয় (ঘ) সবগুলোই ঠিক ।
২। সাদকা অর্থ কী ?
(ক) দান (খ) জরিমানা (গ) কর্জ দেয়া। (ঘ) সুদ দেয়া।
৩। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয় কীসের কারণে ?
(ক) দানশিলতার মাধ্যমে (খ) গাছ লাগানোর মাধ্যমে (গ) কর্জ দেয়ার মাধ্যমে। (ঘ) সাদকা দেয়ার মাধ্যমে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপক দুটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।

রাকিব তার বন্ধু ফুয়াদকে তাদের বাড়িতে একটি বাগান দেখাতে নিয়ে যায়। কিন্তু ফুয়াদের একটি খারাপ অভ্যাস রয়েছে। সে যেখানেই যায় সেখানকার গাছপালার পাতা, ফুল ও ফল ছিঁড়ে ফেলে। ফুয়াদ এ ধরনের কাজ করে আনন্দ পায়। কিন্তু রাকিব ফুয়াদের কাজে বাধা দিয়ে বলে, অনর্থক গাছের পাতা, ফুল ও ফল ছিঁড়ে ফেলা ঠিক নয়। ইসলামে এ কাজ পছন্দনীয় নয়।

ফুয়াদের কাজে রাকিবের বাধা দেয়ার কারণ হলো ?

i). গাছ খাদ্য দেয় (ii) গাছ অক্সিজেন দেয় (iii) গাছ ছায়া দেয়

নীচের কোন্ উত্তরটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদপি পড়ুন এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন

জনাব আবদুল কাদির সৃষ্টজীবের উপকার করতে চান। নিজের আর্থিক সচ্ছলতাও চান। তিনি চান পরিবেশ সুন্দর থাকুক। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আসুক। দেশ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাক।

১। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনাব আবদুল কাদিরের করণীয় হলো-

(i) পড়াশুনা করা (ii) গবেষণা করা (iii) বৃক্ষরোপণ করা

নিচের কোন্টি সঠিক

(ক) i (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

২। বৃক্ষরোপণ করার ফলে জনাব আবদুল কাদির লাভ করবেন -

(i) অর্থ-সম্পদ (ii) অনেক সাওয়াব (iii) পরিবেশের ভারসাম্য

নিচের কোন্টি সঠিক

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ঘ ২. ক ৩. খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.খ ২.ঘ

পাঠ ১৭ : হাদিস-৫ বন্ধু নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি অনুবাদ করতে পারবেন।
- এ হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হাদিসটির আলোকে জীবন গড়ে তুলতে পারবেন।

মূল হাদিস

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলো। (আবু দাউদ)

শব্দার্থ

اَلْمَرْءُ	মানুষ/ ব্যক্তি	عَلٰى -	উপর
دِيْنِ	ধর্মাবলম্বী/ আদর্শ	خَلِيْلُ -	বন্ধু

ءِ	তার	يَنْظُرْ-	দেখে নেয় / দৃষ্টি রাখে
اَحَدَ	যে কোনো ব্যক্তি	كُمْ	তোমাদের
مَنْ	কার	يُخَالِلْ-	বন্ধুত্ব স্থাপন করে

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসটি আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটিতে বন্ধু নির্বাচনের সময় সতর্কতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, মানুষ তার বন্ধুর পথ ও মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এক বন্ধু সৎ হলে অপর বন্ধুও সৎ পথের অনুসারী হয়ে থাকে।

আজকাল উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা এবং মডেলদের অনুসরণ করতে দেখা যায়। এজন্য অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গড়ে উঠছে। এটা অন্ধ অনুকরণের কুফল। প্রবাদ আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা হলে মানুষের নৈতিক মান উন্নত হয়। অসৎ লোকের সাথে বন্ধুত্ব হলে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়।

সুতরাং যারা আল্লাহর বিধান ও রাসূল (স.)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে হবে। আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শের বিপরীত জীবন যাপন করে তাদের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

"মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতিত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।" (সুরা আলে ইমরান ৩ : ২৮)

তাই জীবনের শুরু থেকেই বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে।

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে-

১. মানুষ তার বন্ধুর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
২. এক বন্ধু অপর বন্ধুর উপর প্রভাব সৃষ্টি করে।
৩. বন্ধুত্ব করার সময় সতর্ক হওয়া উচিত।
৪. ভালো ও চরিত্রবান লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে।
৫. অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।
৬. ভালো বন্ধুত্ব করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
৭. চরিত্রবান অমুসলিমদের সাথেও ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে।

সারসংক্ষেপ

মানুষ তার বন্ধুর পথ ও মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। একজন সৎ হলে অপর জনও সৎ হতে পারে। আজকাল অনেক উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গড়ে উঠতে দেখা যায়। এটা খারাপ বন্ধুদের অন্ধ অনুকরণের কুফল। ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করা হলে তার নৈতিক মান উন্নত হয়। অসৎ লোকের সাথে বন্ধুত্ব হলে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়। তাই জীবনের শুরুতেই দেখে-শুনে বন্ধুত্ব করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি/ শিক্ষার্থীর কাজ	এ হাদিসের আলোকে খারাপ চরিত্রের কোন বন্ধু থাকলে তাকে ভালো পথে আনার চেষ্টা করতে হবে। যদি সৎপথে না আসে তবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন :

১। 'মুমিন ব্যতীত অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না'-এটি কার বাণী ?
(ক) আল্লাহর (খ) রাসূলের (গ) আবু বকরের (ঘ) হযরত আলির।

২। মানুষ কার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় ?
(ক) শত্রুর আদর্শ দ্বারা (খ) বন্ধুর আদর্শ দ্বারা (গ) প্রতিবেশির আদর্শ দ্বারা (ঘ) আত্মীয়-স্বজনের আদর্শ দ্বারা।

৩। কাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে ?
(ক) চরিত্রবান লোকদের সাথে (খ) চরিত্রহীন লোকদের সাথে (গ) প্রতিবেশির সাথে (ঘ) আত্মীয়-স্বজনের সাথে।

উত্তরমালা: ১.ক ২.খ ৩.ক

পাঠ ১৮ : হাদিস- ৬ মানবপ্রেম ও সৃষ্টির সেবা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি অনুবাদ করতে পারবেন।
- পরিবার-পরিজনের প্রতি অনুগ্রহের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি উদারতার তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।
- হাদিসের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসটির আলোকে জীবন গড়ে তুলতে পারবেন।

মূল হাদিস

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

অনুবাদ : সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। কাজেই সৃষ্টির মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালো ব্যবহার করে। (বায়হাকি)

শব্দার্থ

اَلْخَلْقُ	সমগ্র সৃষ্টি	عِيَالُ-	পরিজন/আপন জন
اللهِ	আল্লাহ	اَحَبُّ-	সর্বাধিক প্রিয়
اَلْخَلْقِ	সমগ্র সৃষ্টি	اِلٰى-	প্রতি
مَنْ	যে ব্যক্তি	اَحْسَنَ-	অনুগ্রহ করলেন/ দয়া করলেন

হাদিসের ব্যাখ্যা

পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি তথা মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্তু, জড়-অজড় সবই আল্লাহর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাই বিনা কারণে কোনো মানুষ বা কোন প্রাণিকে অহেতুক কষ্ট দেয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ

"তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ দয়া করেছেন, তুমিও সৃষ্টির প্রতি তেমনি দয়া করো।" (সূরা কাসাস ২৮:৭৭)

যারা সৃষ্টির প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি খুশি হন। তাদের উপর রহমত নাযিল করেন।

রাসূল (স.) বলেন,

"তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন (আল্লাহ) তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিযি)

রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেন- مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لَا يَرْحَمْهُ اللهُ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না"। (সহিহ বুখারি)

মানুষ মানুষের ভাই। মানুষ মানুষের জন্য। এক মানুষ অপর মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে যাবে। মহানবি (স.) বলেন-

اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ

"তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রোগির সেবা করো এবং বন্দি মুক্ত করো।" (সহিহ বুখারি)

তাই সকল সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হতে হবে।

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে-

১. মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালাসহ সব কিছুই আল্লাহর পরিবারভুক্ত।
২. পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা ইত্যাদির প্রতি যত্নশীল হতে হবে।
৩. কোনো সৃষ্টিকে অনর্থক নষ্ট করা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মানুষ মানুষের ভাই। এক মানুষ অপর মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে যাবে। বিনা কারণে কেউ কাউকে কষ্ট দেবে না। বিনা কারণে কোনো প্রাণিকেও আঘাত করবে না। অনর্থক কোনো কিছু নষ্টও করা যাবে না। যারা সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল হবে, আল্লাহও তাদের প্রতি দয়া করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। গোটা সৃষ্টি কার পরিবারভুক্ত ?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স.)-এর
(গ) ঈসা (আ.)-এর (ঘ) মূসা (আ.)-এর।

২। 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না'-এটি কার বাণী ?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স.)-এর
(গ) ঈসা (আ.)-এর (ঘ) মূসা (আ.)-এর ।

৩। 'তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রোগির সেবা করো এবং বন্দি মুক্ত করো'-এটি কোন্ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?

(ক) মুসনাদে আহমদ (খ) সহিহ বুখারি
(গ) মিশকাত (ঘ) নাসায়ি।

৪। কারা আল্লাহর পরিবারভুক্ত ?

(ক) মানুষ (খ) পশু-পাখি
(গ) গাছ-পালা (ঘ) সবগুলোই ঠিক।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ঃ

১। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের করণীয় হচ্ছে-

i). সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ করা (ii) আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেয়া (iii) গরিবের প্রতি সদয় হওয়া

নিচের কোন উত্তরটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক ২.খ ৩.খ ৪.ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.গ

পাঠ ১৯ : হাদিস-৭ পরোপকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি অনুবাদ করতে পারবেন।
- মুসলিমের পারস্পরিক কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার বিষয়ে উল্লেখ করতে পারবেন।
- হাদিসটির আলোকে জীবন গড়ে তুলতে পারবেন।

মূল হাদিস

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ

অনুবাদ : (হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন) এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না। তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে না। আর যে ব্যক্তি তার কোনো (মুসলমান) ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করতে এগিয়ে যাবে, আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করতে এগিয়ে আসেন। (সহিহ বুখারি)

শব্দার্থ

اَلْمُسْلِمُ	একজন মুসলমান	-اَخُ	ভাই
اَلْمُسْلِمِ	অপর একজন মুসলমান	-لَا	না
يَظْلِمُ	অত্যাচার করবে	-هُ	তাকে
وَ	এবং	-لَا	না
يَسْلِمُ	শত্রুর হাতে অর্পণ করা	-هُ	তাকে
وَ	এবং	-مَنْ	যে
كَانَ	আসে	-فِي	মধ্যে
حَاجَتِ	প্রয়োজন	-اَخِ	ভাই
هُ	তার	-كَانَ	হওয়া
اللهُ	আল্লাহ	-فِي	মধ্যে
حَاجَتِهِ	প্রয়োজন		

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একে অপরের ভাই। এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য হলো, তার বিপদ-আপদে এগিয়ে যাওয়া। পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমানকে নিজের ভাইয়ের মতো আপন মনে করতে হবে। তার প্রতি কোনো অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না। কোনো মুসলমান ভাইকে কোন শত্রুর নিকট অর্পণ করা যাবে না। কোনো কারণে মুসলমান ভাইদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলে তা মীমাংসা করে দেয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"নিশ্চয় মুমিনগণ একে অপরের ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"(সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১০)

মুমিন ও মুসলমানের পরিচয় তুলে ধরে মহানবি (স.) বলেন, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার মুখের কথা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (তিরমিযি, নাসায়ি)

রাসূল (স.) আরো বলেন, "আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে।" (সহিহ মুসলিম)

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে-

১. এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।
২. কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করতে পারে না।
৩. কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না।
৪. এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সর্বদা সাহায্য করবে।
৫. কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে সাহায্য করলে আল্লাহও তাকে সাহায্য করেন।
৬. মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া হলে তা মিটিয়ে দিতে হবে।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করবে না। তাকে কোনো শত্রুর নিকট অর্পণ করা যাবে না। মুসলমান ভাইয়ের বিপদ-আপদে এগিয়ে যেতে হবে। কোনো বিবাদ সৃষ্টি হলে তা মীমাংসা করে দিতে হবে। কোনো ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে গেলে আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। হাদিসটি কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ?
(ক) সহিহ বুখারি (খ) ইবনে মাজাহ (গ) মিশকাত (ঘ) নাসায়ি।

২। 'নিশ্চয় মুমিনগণ একে অপরের ভাই'-এটি কোন্ সুরার অংশ ?
(ক) সুরা বাকারার (খ) সুরা নিসার (গ) সুরা নূরের (ঘ) সুরা হুজুরাতের।

৩। মুসলমান ভাইয়ের প্রতি যুলুম করা কী ?
(ক) অন্যায় (খ) অবিচার (গ) পাপ (ঘ) সবগুলোই ঠিক।

৪। এক মুসলমানের অপর মুসলমানের প্রতি কর্তব্য হচ্ছে–
(ক) মুসলমানকে শত্রুর হাতে তুলে না দেয়া।
(খ) অপর মুসলমানের সাহায্য করা।
(গ) মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া হলে তা মিটিয়ে দেয়া।
(ঘ) সবগুলোই ঠিক।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে–
i). অন্যায়-অত্যাচার না করা (ii) শত্রু থেকে নিরাপদ রাখা (iii) সাধ্যমতো সাহায্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন।
আজাদ সাহেবের এক মুসলিম প্রতিবেশি শত্রুর ভয়ে তার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এমতাবস্থায় আজাদ সাহেবের করণীয় হলো-
(i) তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়া (ii) নিরাপদে রেখে দেয়া (iii) সর্বাত্মক সহযোগিতা করা
১। নিচের কোন্‌টি সঠিক
(ক) i (খ) (i) ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii
২। এরূপ কাজের ফলে আজাদ সাহেব লাভ করবে-
(i) প্রচুর সম্পদ (ii) সম্মান (iii) আল্লাহর দয়া
নিচের কোন্‌টি সঠিক
(ক) i (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ক ২.ঘ ৩.ঘ ৪.ঘ ৬.গ ৭.গ

বহুপদীসমাপ্তিসূচকপ্রশ উত্তরমালা: ১.গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.গ ২.গ

পাঠ ২০ : হাদিস-৮ : ব্যবসায়ে সততা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি
- হাদিসটি অনুবাদ করতে পারবেন।
- হাদিসের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- সৎ ব্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হাদিসটির শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসটির আলোকে জীবন গড়ে তুলতে পারবেন।

মূল হাদিস

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ : (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন) একজন বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথী হবেন। (ইবনে মাজাহ)

শব্দার্থ

اَلتَّاجِرُ	ব্যবসায়ী	- اَلْاَمِيْنُ	বিশ্বস্ত
اَلصَّدُوْقُ	সত্যবাদী	- اَلْمُسْلِمُ	মুসলিম
مَعَ	সাথে	- اَلشُّهَدَاءِ	শহীদগণ
يَوْمَ	দিন	- اَلْقِيَامَةِ	কিয়ামত

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসটি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ আল-মুসতাদরাক লিল হাকীম গ্রন্থ হতে সংকলন করা হয়েছে। এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামে সততা ও বিশ্বস্ততার মূল্য অনেক। বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা এবং বৈধ উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। ব্যবসায় সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা এবং বৈধ উপায়ে উপার্জন করা খুব কঠিন কাজ। তা সত্ত্বেও যারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা বজায় রাখবে, তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন।

ব্যবসায় করা নবি-রাসূলগণের সুন্নত। যারা ন্যায়-নীতির সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করবে, কিয়ামতের দিন তারা শহীদের সাথী হবেন। শহীদদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে-

১. ব্যবসায়-বাণিজ্য নবিগণের সুন্নাত। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে হবে।
২. ব্যবসায়-করতে গিয়ে প্রতারণা করা যাবে না।
৩. সৎ ব্যবসায়িকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) পছন্দ করেন।
৪. বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবেন।
৫. আমরা সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ব্যবসায়ীরূপে নিজেদেরকে গড়ে তুলবো।

সারসংক্ষেপ

ইসলামে সততা ও বিশ্বস্ততার মূল্য অনেক। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা খুব কঠিন। তা সত্ত্বেও যারা সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা বজায় রেখে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে, কিয়ামতের দিন তারা শহীদের সাথী হবেন। তারা শহীদদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন কাদের সাথে থাকবেন ?

(ক) শহিদদের সাথে থাকবেন
(খ) ভালো মানুষের সাথে থাকবেন
(গ) গাজিদের সাথে থাকবেন
(ঘ) ওলীদের সাথে থাকবেন।

২। ব্যবসায়-বাণিজ্যে কী বজায় রাখতে হবে ?

(ক) সততা
(খ) বিশ্বস্ততা
(গ) আমানতদারিতা
(ঘ) সবগুলোই ঠিক।

৩। 'আত-তাজেরু'(اَلتَّاجِرُ) শব্দের অর্থ কী ?

(ক) সততা (খ) বিশ্বস্ততা

(গ) ব্যবসায়ী (ঘ) আমানতদারিতা

৪। ব্যবসায়-বাণিজ্য করা কী ?

(ক) সুন্নাত (খ) নফল

(গ) ওয়াজিব (ঘ) ফরয।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। একজন ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথী হতে চাইলে প্রয়োজন হবে–

i). সততার (ii) বিশ্বস্ততার (iii) বুদ্ধির

নিচের কোন উত্তরটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা :১.ক ২.ঘ ৩.গ ৪.ক

বহুপদীসমাপ্তিসূচকপ্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক

পাঠ : ২১ হাদিস ৯ : ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি অনুবাদ করতে পারবেন।
- হাদিসের প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- সব ব্যবসায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।
- হাদিসটির শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হাদিসটির আলোকে জীবন গড়ে তুলতে পারবেন।

মূল হাদিস

عَجَبًا لِاَمْرِ اَلْمُؤْمِنِ اَنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

অনুবাদ : (রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন) মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে, তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি মুমিন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়, তবে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (সহিহ মুসলিম)

শব্দার্থ

عَجَبًا	বিস্ময়কর/আশ্চর্যজনক	اَلْمُؤْمِنِ-	মুমিন বা ঈমানদার
اَمْرٍ	তার কাজ	كُلُّ-	প্রতিটি
خَيْرٌ-	ভাল/কল্যাণ	لَيْسَ-	ব্যতিত/ ছাড়া
اَصَابَتْهُ	তার নিকট পৌছায়	سَرَّاءُ-	খুশি/আনন্দ
شَكَرَ	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে	ضَرَّاءُ-	দুঃখ/কষ্ট/বিপদ
صَبَرَ-	ধৈর্য ধারণ করে	لَهُ	তার জন্য

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় মুমিনদের ধৈর্য ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। মুমিন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ইসলামি শরিয়তের সব আদেশ পালন করেন। সব নিষেধ হতে বিরত থাকেন। মুমিন বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে, রোগ-শোকে বিচলিত হয় না। বরং সকল অববস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। মুমিনদেরকে আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। কখনো সুখ দেন, কখনো বিপদে ফেলেন। কুরআনে এসেছে,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ, জীবন ও ফল ফসলে ক্ষয়-ক্ষতি পরীক্ষা করো আপনি ধৈর্যশীলদেরকে শুভ সংবাদ দিন।" (সুরা বাকারা ২ : ১৫৫)

যারা দুঃখ কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তারাই মুমিন হওয়ার গৌরব লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"(মুমিন হলো তারা) যারা অর্থ সংকটে দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধ চলাকালে দৃঢ় থাকে। তারাই হলো সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।" (সুরা বাকারা ২ : ১৭৭)

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

مَنْ يَّتَصَبَّرْ يَتَصَبَّرْهُ اللّٰهُ

"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দেবেন।" (সহিহ বুখারি)

সুখের সময় মানুষ আনন্দে থাকে। সুখের সময় মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু যারা মুমিন, তারা সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করে। তারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে পুরস্কার লাভ করে।

মহান আল্লাহ বলেন-"নিশ্চয় সবরকারিদের অগণিত পুরস্কার দেয়া হবে।" (সুরা যুমার ৩৯ : ১০)

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে-

১. মুমিনের বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ সবই আল্লাহর নিকট হতে আসে।
২. বিপদ-আপদে, রোগে-শোকে মুমিন বিচলিত হয় না।
৩. মুমিন সুখের সময় আত্মহারা হয় না।
৪. বিপদে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনের জন্য সাওয়াবের কাজ।
৫. মুমিন বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারলে সফলতা পাবে।
৬. আমাদেরকে উঁচু মানের মুমিন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

সুখের সময় মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহ তায়ালা মুমিদেরকে সুখ-দুঃখ দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। মুমিন বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে, রোগ-শোকে বিচলিত হয় না। সকল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহর উপর ভরসা করে। যে সব মানুষ শত দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তাদেরকে মহান আল্লাহ অগণিত পুরস্কার দান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১। 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ ও জীবনে ক্ষতি আর ফল ফসল নষ্ট করে পরীক্ষা করবো'- আয়াতটি কোন্ সুরা থেকে নেয়া হয়েছে ?

(ক) সুরা বাকারা থেকে (খ) সুরা নিসা থেকে
(গ) সুরা নূর থেকে (ঘ) সুরা হুজুরাত থেকে।

২। মুমিন দুঃখ-কষ্টে কী করে ?

(ক) অধৈর্য হয়ে ওঠে (খ) কান্না করে (গ) চুপ করে থাকে (ঘ) ধৈর্য ধারণ করে।

৩। 'যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দেবেন'-এটি কার কথা ?

(ক) আল্লাহ তায়ালার কথা (খ) রাসূল (স.)-এর কথা
(গ) মূসা (আ.) -এর কথা (গ) ঈসা (আ.)-এর কথা

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ক ২.ঘ ৩.খ

পাঠ ২২ : হাদিস-১০ উত্তম যিকির

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাদিসটি অনুবাদ করতে পারবেন।
- হাদিসটির শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিটি শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- হাদিসটির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাদিসটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূল হাদিস

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

অনুবাদ : (রাসূললুল্লাহ্ স. বলেন) দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতেও খুব সহজ, তবে ওজনে খুবই ভারি। বাক্য দুটি হল 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ মহাপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম। (সহিহ বুখারি)

শব্দার্থ

كَلِمَتَانِ	দুটি বাক্য	حَبِيْبَتَانِ-	খুবই প্রিয়
الرَّحْمٰنِ	দয়াময়	خَفِيْفَتَانِ-	খুবই সহজ
اللِّسَانِ	জিহবা	ثَقِيْلَتَانِ-	খুবই ভারি
اَلْمِيْزَانِ	দাঁড়িপাল্লা	سُبْحَانَ-	মহাপবিত্র
حَمْدَ	প্রশংসা	لِ-	তাঁর জন্য
اَلْعَظِيْمِ	মহামহিম		

হাদিসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদিসটি সহিহ বুখারির সর্বশেষ হাদিস। আল্লাহর প্রশংসাসূচক হাদিসটি বাক্যের দিক দিয়ে ছোট। তবে তাৎপর্যের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে বর্ণিত বাক্য দু'টি যে কোনো মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা অতি সহজ এবং ফযিলতপূর্ণ। বাক্য দু'টি হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

মহান আল্লাহ তায়ালা সারা পৃথিবী ব্যাপী অগণিত নিয়ামত ছড়িয়ে রেখেছেন, যা প্রতিটি সৃষ্টি ভোগ করছে। এ জন্য মনভরে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক।

যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহও তাকে স্মরণ করেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

" তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সুরা বাকারা ২ : ১৫২)

হাদিসের শিক্ষা

এই হাদিস থেকে আমরা শিখতে পাই যে-

১. সকাল-সন্ধ্যা সবসময় মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে।
২. আল্লাহর প্রশংসা করার মধ্যে অনেক ফযিলত বা কল্যাণ রয়েছে।
৩. আল্লাহর প্রশংসা সূচক বাক্য দুটো খুবই ছোট ও সহজ। তাই বাক্য দুটো মুখস্থ করা প্রয়োজন।
৪. অল্প সময়ে ও অল্প কষ্টে অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।
৫. সকল অবস্থায় সকল কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে।
৬. যিনি সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রাখেন, তার দ্বারা আল্লাহ বিরোধী কোনো কাজ হতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' এবং 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'। সহিহ বুখারির সর্বশেষ হাদিস। মাত্র ছোট্ট দুটো বাক্য, তবে তাৎপর্যের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ফযিলতপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য অগণিত নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য মনভরে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক। সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সাধারণ বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'-এটি বুখারি শরিফের কোথাকার হাদিস ?

(ক) সর্বপ্রথম হাদিস (খ) সর্বশেষ হাদিস (গ) মধ্যখানের হাদিস (ঘ) শেষ দিকের হাদিস।

২। 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো'- এটি কার বাণী ?

(ক) আল্লাহর বাণী (খ) রাসূল (স.)-এর বাণী (গ) ঈসা (আ.)-এর বাণী (ঘ) মূসা (আ.)-এর বাণী।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ঃ

১। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর উম্মতকে অতি পুণ্যময় দুটো বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। তা হলো-

i). সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী (ii) সুবহানাল্লাহ্ (iii) সুবহানাল্লাহিল আযীম

নিচের কোন উত্তরটি সঠিক?

(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.খ ২.ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক

পাঠ-২৩ : শরিয়তের তৃতীয় উৎস : আল-ইজমা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ইজমার পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইজমার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ইজমার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ইজমা, উৎপত্তি, সৎকর্মশীল মুজতাহিদ, গবেষক, খুলাফায়ে রাশেদূন, সাহবায়ে কিরাম, পরামর্শ, তাবেঈ, মধ্যমপন্থী উম্মত, মূলনীতি।

ইজমার পরিচয়

'ইজমা' (اِجْمَاعٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ একমত হওয়া। "ইসলামের পরিভাষায় ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে একই যুগের মুসলিম উম্মাহ্‌র মুজতাহিদ বা গবেষকদের একমত পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।"

যে ক্ষেত্রে শরিয়তের কোনো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহয় সরাসরি কোনো নির্দেশ পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে ইজমা করতে হয়। এ অবস্থায় সাহাবায়ে কিরাম শরিয়তের কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। পবিত্র কুরআনেও ইজমার ভিত্তিতে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদূনের সময়ে নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতেন।

ইজমার উৎপত্তি

কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় ইজমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে সাহবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করার আহবান জানিয়ে বলেন, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ

"আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" (সুরা আল ইমরান ৩ : ১৫৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

"নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে।" (সুরা আশ-শুরা ৪২ : ৩৮)

পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতের ভিত্তিতেই সাহাবায়ে কিরামের যুগে ইজমার সূচনা হয়।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে ইজমার প্রচলন ঘটে। তাঁর সময়েই প্রথম ইজমার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে তারাবির বিশ রাকাত সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করার বিধান ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাবেঈগণের যুগেও ইজমা হয়েছে। ইজমার উৎপত্তির কারণে ইসলামের অনেক বিধান পালন করা সহজ হয়েছে।

ইজমার গুরুত্ব

ইজমা ইসলামি শরিয়তে তৃতীয় উৎস। শরিয়তের কোনো বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি হলে সাহাবায়ে কিরাম প্রথমে কুরআনে এর সমাধান খুঁজতেন। কুরআনে সমাধান না পেলে হাদিসে সমাধান খুজতেন। সেখানেও সমাধান খুঁজে না পেলে ইজমার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা হতো।

রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামি দুনিয়ার প্রসার ঘটে। মানুষ তখন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যার মুখোমুখি হয়। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তারা সাহাবায়ে কিরামের সহযোগিতা নেন। ইজমা না হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব হতো না। এ রকম সমাধান মেনে নেয়ার জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ

"যে সকল লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ঈমান আনয়ন করো।" (সুরা বাকারা ২: ১৩)

এর থেকে বুঝা যায় যে, কোনো বিষয়ে মুজতাহিদগণ একমত হলে এর বিরোধিতা করা পাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতিত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাবে যে দিকে সে ফিরে যায়। তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করবো। আর তা নিকৃষ্টতম আবাসস্থল।"(সুরা আন নিসা, ৪ : ১১৫)

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ.

"মুসলমানগণ যা ভালো মনে করে, তা আল্লাহ তায়ালার নিকটও ভালো।"(তাবারানি)

রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন,

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ

"আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না।"(ইবনে মাজাহ)

এ জন্য দেখা যায়, আল্লাহর রহমতে মুসলিম জাতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইজমার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

ইসলামি শরিয়তে ইজমা তৃতীয় উৎস। শরিয়তের কোনো বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি হলে প্রথমে কুরআন তারপর হাদিসে সমাধান খোঁজা হতো। অত:পর সাহবায়ে কিরামের ইজমার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা হতো। ইজমা না হলে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হতো না। পবিত্র কুরআনে ইজমা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফলে আল্লাহর রহমতে মুসলিম জাতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইজমার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। ইসলামি শরিয়তের উৎস কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ২টি (ঘ) ৫টি

২। ইজমা ইসলামি শরিয়তের কততম উৎস ?

(ক) ১ম উৎস (খ) ২য় উৎস (গ) ৩য় উৎস (ঘ) ৪র্থ উৎস

৩। ইজমা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ঐকমত্য (খ) দ্বিমত (গ) বিরোধিতা (ঘ) বিভক্ত হওয়া

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ঃ

১। খলিফাগণ কোনো সমস্যার সম্মুখিন হলে তাঁর সমাধান খোঁজতেন–

i). পবিত্র কুরআনে (ii) হাদিসে (iii) সাহাবিগণের ইজমাতে

নিচের কোন উত্তরটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

সৃজনশীল (রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন)

৫। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি তাদের (সাহাবাদের) সাথে পরামর্শ করুন।' এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) বিভিন্ন সময়ে সাহাবায়ে কিরামগণের সাথে পরামর্শ করে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

(ক) ইজমা কাকে বলে ?

(খ) ইজমা সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে ?

(গ) ইজমা দ্বারা ইসলামি শরিয়তের কোন কোন বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে ? উদাহরণ দাও।

(ঘ) ইজমার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.খ ২.গ ৩.ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ঘ

পাঠ-২৪ : শরিয়তের চতুর্থ উৎস : আল-কিয়াস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কিয়াসের পরিচয় দিতে পারবেন।
- কিয়াসের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কিয়াস ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস তা প্রমাণ করতে পারবেন।
- কিয়াসের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	কিয়াস, গতিশীল, বিবেক-বুদ্ধি, সঙ্গতিপূর্ণ, চক্ষুষ্মান, তালাবদ্ধ, ইয়েমেন, স্বীকৃতি।

ভূমিকা

মানব জীবন ও সমাজ গতিশীল। গতিশীল সমাজে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। গতিশীল জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামে সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিয়াস ইসলামকে গতিশীল রেখেছে। মানুষের জীবন পদ্ধতিকে সহজ করেছে।

কিয়াস (قِيَاسٌ) - এর পরিচয়

'কিয়াস'- এর অর্থ অনুমান করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা। ইসলামের পরিভাষায় 'কুরআন-সুন্নাহর নীতিমালার আলোকে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করাকে কিয়াস বলে।'

কিয়াস ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎস। কুরআন, হাদিস এবং ইজমার পরে কিয়াসের স্থান। ইসলামি শরিয়তের কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও ইজমায় সুস্পষ্ট মীমাংসা পাওয়া না গেলে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইমামগণের ইজতিহাদ দ্বারা যে সমাধান দেয়া হয় সেটাই কিয়াস হিসেবে বিবেচিত।

কিয়াসের উৎপত্তি

পবিত্র কুরআনে কিয়াসের বিষয় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ

"অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" (সুরা আল হাশর, ৫৯ : ২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

"তারা কী কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না ? না তাদের হৃদয় তালাবদ্ধ?" (সুরা মুহাম্মদ ৪৭ : ২৪)

এই দুটি আয়াত থেকে কিয়াসের সমর্থন পাওয়া যায়।

কিয়াস হতে হবে কুরআন ও হাদিসের মূলনীতির সাথে মিল রেখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে মুমিনগণ ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্যবস্তু শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা এগুলো বর্জন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সুরা আল-মায়িদা ৫ : ৯০)

এই আয়াতের উপর কিয়াস করে বলা হয়, মদ নিষিদ্ধ বস্তু। তেমনি মদের অনুরূপ অন্যান্য মাদকদ্রব্য গাঁজা, আফিম ইত্যাদিও নিষিদ্ধ।

হাদিসে স্বর্ণ, রৌপ্য, খেজুর, যব, বার্লি, লবণ–এই ছয়টি দ্রব্য ধার-কর্জের সময় কমবেশি করাকে সুদ বলা হয়েছে। কিয়াসের দাবি হলো উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর মত অন্যান্য জিনিস ধার-কর্জের মাধ্যমে আদান-প্রদানে কমবেশি করা সুদ। এটিও কিয়াসের বিধান।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, 'কিয়াস' ইসলামি শরিয়তের অন্যতম দলীল।

কিয়াসের গুরুত্ব

ইসলামে কিয়াসের গুরুত্ব অনেক। শরিয়তের যে সব বিধি-বিধান পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে কিয়াসের প্রয়োজন হয় না। যেমন ফরয, ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি। কিন্তু কুরআন, হাদিস ও ইজমায় কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকলে সে ক্ষেত্রে কিয়াসের প্রয়োজন হয়। কিয়াসের বিধান না থাকলে ইসলামের অনেক বিধিবিধান পালন করা সম্ভব হতো না। এর থেকে কিয়াসের গুরুত্ব সহজে অনুমান করা যায়।

সারসংক্ষেপ

ইসলামি জীবন বিধানের উৎস হিসেবে কুরআন, হাদিস এবং ইজমার পরে কিয়াসের স্থান। হাদিসে স্বর্ণ, রৌপ্য, খেজুর, যব, বার্লি, লবণ–এই ছয়টি জিনিসে কমবেশি করাকে সুদ বলা হয়েছে। কিয়াসের মূল কথা হলো, এই ছয়টি বস্তুর মত অন্যান্য জিনিসও ধার-কর্জের মাধ্যমে কম-বেশি করা সুদ। এটি কিয়াসের বিধান। কিয়াস দ্বারা ইসলামের অনেক বিধান সহজ করা হয়েছে। কিয়াসের বিধান না থাকলে শরিয়তের অনেক বিধিবিধান পালন করা সম্ভব হতো না। তাই ইসলামে কিয়াসের গুরুত্ব অনেক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। কিয়াস শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অনুমান করা (খ) তুলনা করা (গ) পরিমাপ করা (ঘ) সবগুলোই ঠিক।

২। 'কিয়াস' শরিয়তের কততম উৎস ?

(ক) ১ম (খ) ২য় (গ) ৩য় (ঘ) ৪র্থ।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। হযরত মুয়াজ (রা.) উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে যেসব পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলেছেন–

i). আল্লাহর কিতাব (ii) রাসূলের হাদিস (iii) নিজের বিবেক-বুদ্ধি

নীচের কোন উত্তরটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন।

শিহাব কুরআন অধ্যয়ন করে জানতে পারে যে, মদ্যপান হারাম। কিন্তু গাজা, হিরোইন হারামের ব্যাপারে কোনো কথা নেই।

১। গাজা ও হিরোইন হারাম কি-না তা বুঝতে হলে শিহাবকে জানতে হবে–

(i) আল-কুরআন (ii) আল-হাদিস (iii) কিয়াস নীতির

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) i (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

২। এর ফলে শিহাব উপনীত হবে -

(i) সঠিক সিদ্ধান্তে (ii) সমস্যা সমাধানে (iii) কিয়াস নীতিতে

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল (রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন)

১। মাহী ও গালিব একই পাড়ায় বসবাস করে। মাহী প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত। গালিব ইসলামি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে ইসলামের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। মাহী মনে করে, বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ইসলাম নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। গালিবের অভিমত হলো ইসলাম একটি কালজয়ী আদর্শ। গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলামে যে কোনো সমস্যার সমাধানের দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

(ক) উদ্দীপকে ইসলামি শরিয়তের কোন উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(খ) কিয়াস কাকে বলে ?

(গ) ইসলাম কি সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। পারলে কীভাবে ?

(ঘ) কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ঘ ২.ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা: ১.ঘ ২.ঘ

পাঠ ২৫ : শরিয়তের আহকাম বিষয়ক পরিভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন পরিভাষার পরিচয় দিতে পারবেন।
- ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন পরিভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব জীবনে যে বিষয়গুলো পালন করা আবশ্যক-তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ, মোবাহ, ফাসেক, কাফির, তাকদির, চাশতের নামায, আওয়াবিনের নামায, সগীরা গুনাহ, কবিরা গুনাহ।

শরিয়তের আহকামসমূহ

ইসলামি শরিয়তের আহকামসমূহকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(১) ফরয (اَلْفَرَض) (২) ওয়াজিব (اَلْوَاجِب)

(৩) সুন্নাত (اَلسُّنَّة)　　(৪) নফল (اَلنَّفْل)

(৫) মুস্তাহাব (اَلْمُسْتَحَب)　　(৬) হারাম (اَلْحَرَام)

(৭) মাকরূহ (اَلْمَكْرُوْهُ)　　(৮) মুবাহ (اَلْمُبَاحُ) (জায়েয)

(১) ফরয এর বর্ণনা : ফরয (اَلْفَرْض) শব্দের অর্থ অবশ্য পালনীয়। আল্লাহর পক্ষ হতে যে কাজ করতে বলা হয়েছে, সেগুলোকে ফরয বলা হয়। এসব বিধান কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা নির্ধারিত। যেমন ঈমান আনা, নামায কায়েম করা, রোযা পালন করা, যাকাত আদায় করা এবং হজ্জ করা ইত্যাদি। ফরয ত্যাগকারীকে ফাসিক বলা হয়। যে ফরযকে অস্বীকার করে সে কাফির। পরকালে ফাসিকরা কঠিন শাস্তি পাবে। কাফিররা দোযখে অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। ফরয দুই প্রকার ঃ (ক) ফরযে আইন

(খ) ফরযে কিফায়া।

(ক) ফরযে আইন ফরযে আইন প্রতিটি মুসলমানের উপর পালন করা আবশ্যক। যে সকল বিষয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান সকল মুসলমান পুরুষ ও নারীর ইলম অর্জন করা এবং তা পালন করা আবশ্যক তাকে ফরযে আইন বলে। ঈমানে মুফাসসালে আমরা বলি –

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

"আমি ঈমান আনলাম (১) আল্লাহর প্রতি (২) তার ফিরিশতাগণের প্রতি (৩) তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি (৪) তাঁর রাসূলগণের প্রতি (৫) আখিরাতের প্রতি (৬) তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি (৭) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

সালাত, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি পালন করাও ফরযে আইন।

(খ) ফরযে কিফায়া যে সকল কাজ পালন করা মুসলমানের উপর ফরয। তবে সমাজের কতিপয় মুসলমান আদায় করলেই সকলের পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যায় তাকে 'ফরযে কিফায়া' বলা হয়। যেমন জানাযার সালাত।

(২) ওয়াজিব ওয়াজিব (اَلْوَاجِب) অর্থ পালনীয়। যে সকল কাজ প্রায় ফরযের কাছাকাছি তাকে ওয়াজিব বলে। যেমন- বেতেরের নামায, দুই ঈদের নামায, কুরবানী করা ইত্যাদি।

ওয়াজিব ত্যাগকারীকে ফাসিক বলা হয়। ওয়াজিব ত্যাগকারীও পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। ফরযের সাথে ওয়াজিবের পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয ত্যাগকারী কাফির হয়, ওয়াজিব ত্যাগকারী কাফির হয় না।

(৩) সুন্নাত সুন্নাত (اَلسُّنَّة) অর্থ পথ, রীতি, নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যে কাজ রাসূল করিম (স.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম আদায় করেছেন, যে কাজগুলো রাসূল (স.) তাঁর উম্মতদেরকে করতে আদেশ করেছেন, তাকে সুন্নত বলে।

সুন্নাত দুই প্রকার : (ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (سُنَّةِ مُوَءكَّدَة)

(খ) সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা (سُنَّةِ غَيْرِ مُوَءكَّدَة)।

(ক) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা : সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (سُنَّةِ مُوَءكَّدَة) এমন সুন্নাত কাজকে বলা হয় যা পালন করার জন্য শরিয়তে তাকিদ এসেছে। সুন্নাত ত্যাগ করা পাপ।

(খ) সুন্নাতে গায়বে মুয়াক্কাদা : শরিয়তের পরিভাষায় 'যে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম সব সময় পালন করতেন না, কখনো কখনো পালন করতেন আবার কখনো ছেড়েও দিতেন এসব কাজকে সুন্নাতে গায়বে মুয়াক্কাদা বলা হয়।

(৪) নফল (اَلنَّفْل) : নফল অর্থ অতিরিক্ত। যে সব কাজের বিনিময়ে সাওয়াব লাভ করা যায় তাকে নফল বলে।

(৫) মুস্তাহাব (اَلْمُسْتَحَب) মুস্তাহাব : অর্থ পছন্দনীয়। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ যে সব কাজ কখনো কখনো করেছেন আবার মাঝে মধ্যে ছেড়েও দিয়েছেন এরূপ কাজকে মুস্তাহাব বলে। এ সকল কাজ পালন করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই।

(৬) হারাম (اَلْحَرَام) কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী যা কিছু করা নিষিদ্ধ তাই হারাম।

(৭) মাকরূহ (اَلْمَكْرُوْهُ): মাকরূহ অর্থ ত্রুটিযুক্ত। যে সব কাজ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়, এরূপ ত্রুটিযুক্ত কাজকে মাকরূহ বলে। মাকরূহ দু প্রকার। যথা : (ক) মাকরূহ তাহরিমি (খ) মাকরূহ তানযিহি।

(ক) মাকরূহ তাহরিমি : মাকরূহ তাহরিমি কাজগুলো হারামের কাছাকাছি। তাই এগুলো নিষিদ্ধ হলেও হারামের মতো নিষিদ্ধ নয়।

(খ) মাকরূহ তানযিহি : যে কাজ করলে সগীরা গুনাহ হয় তবে কবিরাহ গুনাহ হয় না তাকে মাকরূহ তাহযিহি বলা হয়।

(৮) মুবাহ (اَلْمُبَاح) : মুবাহ অর্থ জায়েয। যে সকল কাজে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে, মানুষ ইচ্ছা করলে করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। এ কাজের জন্য সাওয়াবও নেই, গুনাহও নেই। এরূপ কাজ করা জায়েয।

সারসংক্ষেপ

ইসলামি শরিয়তের আহকামকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ তাহরিমি, মাকরূহ তানযিহি, মুবাহ ইত্যাদি। এগুলোর কোনোটি কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আবার কোনোটি হাদিস দ্বারা। কাজেই গুরুত্ব বুঝে আমল করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। ফরয শব্দের অর্থ কী ?
(ক) অত্যাবশ্যকীয় (খ) অত্যাশ্যকীয় নয়
(গ) যা মাঝে মধ্যে ত্যাগ করা যায় (ঘ) কখনো পালন করা জরুরি নয়।

২। ফরয অস্বীকারকারিকে কী বলা হয় ?
(ক) মুমিন (খ) মুসলিম (গ) কাফির (ঘ) ফাসিক

৩। ফরয কয় প্রকার ?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। ফরয এরূপ পালনীয় বিধান যে, এটি -
i). অস্বীকারকারি কাফির (ii) বর্জনকরী চরম পাপি (iii) কুরআন দ্বারা প্রমাণিত
নিচের কোন উত্তরটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন

জাহিদ সাহেব ফজরের ফরযের পূর্বের দু' রাকআত ও যোহরের ফরযের পরের দু'রাকআত অবহেলা করে ছেড়ে দেন।

১। জাহিদ সাহেব শরিয়তের কোন বিধানটি ছেড়ে দিলেন ?

(i) ফরযে আইন (ii) ফরযে কিফায়া (iii) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

নিচের কোন্‌টি সঠিত ?

(ক) i (খ) iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ii ও iii

২। এর ফলে জাহিদ সাহেব বিবেচিত হবে -

(i) কাফিররূপে (ii) মুনাফিকরূপে (iii) পাপীরূপে

নিচের কোন্‌টি সঠিক

(ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) iii

সৃজনশীল (রচনামূলক প্রশ্ন)

৮। একদিন শিক্ষক ক্লাসে আহকামে শরিয়ত নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ইত্যাদিসহ আরো অনেক বিষয়ে আলোচনা করেন। একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করলেন, কেবল ফরয ছাড়া অন্যগুলো পালন না করলে কী গুনাহ হবে ?

ক) ফরয কাকে বলে ?

খ) ইসলামি শরিয়ত বলতে কী বুঝায়?

গ) ফরযের বর্ণনা কোথায় পাওয়া যায় ?

ঘ) ফরযের বাইরে অন্যান্য বিষয়গুলোর পরিচয় দিন।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ক ২.গ ৩.ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.গ ২.ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন : ১.খ ২.ঘ

পাঠ-২৬ : হালাল ও হারাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হালাল ও হারামের পরিচয় দিতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের পরিচয় দিতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের গুরুত্ব এবং উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের উপায় বলতে পারবেন।
- হারাম উপার্জনের পরিচয় দিতে পারবেন।
- হারাম উপার্জনের কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্যশব্দ/ Key Words	হালাল, হারাম, পদাঙ্ক, গাঁজা, আফিম, হিরোইন, মজুদদারি, জুয়া, হাউজি, মূল্যবোধ, সর্বস্বান্ত, দেউলিয়া, শ্রমজীবী।

হালাল ও হারাম

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পৃথিবীর সব কিছু মহান আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কিছু রয়েছে হালাল এবং কিছু হারাম। মুমিন-মুসলমান হালালকে গ্রহণ করে এবং হারাম থেকে বিরত থাকে। যারা ফাসিক তারা হালাল-হারামের পার্থক্য করে না। তারা হাতের কাছে যা পায়, তাই গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অন্য কারো কথায় হালাল-হারাম সাব্যস্ত হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।" (বুখারি, মুসলিম)।

মানুষের উচিত হালালকে গ্রহণ করা এবং হারামকে বর্জন করা।

হালাল-এর পরিচয়

হালাল (حلال) অর্থ বৈধ বা অনুমোদনযোগ্য। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও রাসূল (স.)-এর অনুমোদনের মাধ্যমে যা মানুষের জন্য বৈধ, তাকে হালাল বলে।

মাছ-গোশত, চাল-ডাল, চা-বিস্কুট ইত্যাদি খাওয়া মানুষের জন্য হালাল। ব্যবসায়-বাণিজ্য করা, চাকরি করা, শালীন ও রুচিশীল পোশাক পরিধান করা মানুষের জন্য হালাল কাজ। কুরআন ও হাদিসে হালালকে গ্রহণ ও হারামকে বর্জন করার আহাবান জানানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য হালাল বস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা খাও। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"(সুরা আল-বাকারা ২ : ১৬৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

"হে মুমিনগণ ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার করো।"(সুরা আল-বাকারা ২ : ১৭২)

মহানবি (স.) বলেন, طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"হালাল পথে জীবিকা উপার্জন করা ফরযের পর আরেকটি ফরয।" (বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ্ (স) আরও বলেন- "দু হাতের উপার্জিত হালাল খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই।" (সহীহ বুখারি)

কাজেই হালাল উপার্জন ও হালাল বস্তু খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

হারাম-এর পরিচয়

হারাম (حرام) হালালের বিপরীত শব্দ। হারাম মানে নিষিদ্ধ, অবৈধ, অপবিত্র, অনুমোদনহীন ইসলামের পরিভাষায় যে সকল বস্তু, কথা ও কাজ কুরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ তাকে হারাম বলা হয়।

কুরআন মজিদে দশ রকমের খাদ্য খাওয়া হারাম বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۭ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۭ

" তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতিত অপরের নামে যবেহকৃত জন্তু। আর শ্বাস রোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগের আঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতিত। আর যা মূর্তি পূজার বেদিতে বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব পাপ কাজ।" (সুরা আল-মায়িদা ৫ : ৩)

দাঁত দিয়ে শিকারকারী হিংস্র জন্তুর মাংস খাওয়া হারাম। নখ দিয়ে শিকারকারী পাখির মাংস খাওয়া হারাম। বাঘ, বিড়াল, সাপ, ইদুর, ঈগল, শকুন চিল হারাম।

অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করা হারাম। সুদ-ঘুষ খাওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"(সুরা আল-বাকারা ২ : ২৭৫)

গাঁজা, আফিম, হিরোইন, মদ পান করাও হারাম। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভেজাল মিশিয়ে, মজুদদারি করে মূল্য বৃদ্ধি করে, ওজনে কম-বেশি করে, কাউকে প্রতারণা করে, ছল-চাতুরি করে, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, শক্তি প্রয়োগ করে কিংবা চাঁদাবাজির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।" (সুরা বাকারা ২ : ১৮৮)

অশালীন পোশাক পরিধান করা এবং মিথ্যা কথা বলাও হারাম। কাজেই সর্ব প্রকার হারাম থেকে বিরত থাকতে হবে।

মানব জীবনে হালালের প্রভাব ঃ

মানব জীবনে হালালের প্রভাব অত্যন্ত বশি। যে সব জিনিস অপবিত্র, নিকৃষ্ট এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেগুলো হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

"লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ।"(সুরা বাকারা ২ : ২১৯)

হালাল বস্তু আহার করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং সৎকাজ করো।" (সুরা আল-মুমিনুন ২৩ : ৫১)

হালাল উপার্জনের জন্য নিজের মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে হবে। পৃথিবীতে যত নবি-রাসূলের আগমন ঘটেছে, তারা সবাই নিজের চেষ্টায় হালাল উপর্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। রাসূলে করিম (স.) বলেছেন, "আল্লাহ এমন কোনো নবি পাঠাননি, যারা বকরী চরাননি। জিজ্ঞোস করা হলো, আপনিও কী চরিয়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।" (সহিহ বুখারি)

যারা মুমিন তারা কখনো হাত-পা গুটিয়ে অলসভাবে বসে থাকতে পারে না। অলসতা ত্যাগ করে হালাল উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) আরো বলেন, "আল্লাহ তায়ালা শ্রমজীবী মানুষকে ভালোবাসেন।" (তাবারানি)

হালাল ও পবিত্র বস্তু আহারে মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখে। অন্তরে আল্লাহর নূর সৃষ্টি হয়। মানুষ সৎগুণসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কাজেই সকল অবস্থায় হালাল উপার্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

মানব জীবনে হারামের প্রভাব

মানব জীবনে হারামের প্রভাব ভয়াবহ। হারাম বস্তু মানুষের শরীর ও মনের জন্য খুবই ক্ষতিকর। শুকরের মাংস থেকে এক প্রকার ক্রিমিরোগ হয়, যা অনেক সময় মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। কিছু প্রাণি রয়েছে যা মানুষের সুস্থ রুচিবোধের বিরোধি। পোকা-মাকড়, উকুন, ছারপোকা ইত্যাদি খাওয়া হারাম।

মানুষের সাথে প্রতারণা করে, পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে, ওজনে কম দিয়ে, অপরকে ঠকিয়ে জীবিকা উপার্জন করা হারাম, যারা এসব কাজ করবে তাদের জীবন ধ্বংস হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

"দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে এবং যখন তাদের মাপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।" (সুরা মুতাফিফফিন ৮৩ : ০১)

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।"(তিরমিযি)

হিরোইন, গাঁজা, আফিম, মদ ইত্যাদি মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, হাউজি ইত্যাদি দ্বারা সামাজিক পরিবেশ নষ্ট হয় এবং মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়। সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়। অনেকে সর্বস্বান্ত ও দেউলিয়া হয়ে যায়। এজন্য ইসলামে সৎ ব্যবসায়, চাকুরি কিংবা শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মহানবি (স.) বলেন- لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ

"যে শরীর হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (আহমদ, বায়হাকি, দারিমি)

তাই আমরা হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করবো।

সারসংক্ষেপ

ইসলামের বিধান মতে শারীরিক পরিশ্রম করে বা মেধা খাটিয়ে উপার্জন করা হালাল। অবৈধ পথে আয়-উপার্জন করা হারাম। হালালভাবে উপার্জন করা ইসলামের নির্দেশ। এটা জান্নাত লাভের সহজ উপায়। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। হারাম বস্তু মানুষের শরীর, মন ও মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। হালাল অর্জনের চেষ্টা করা এবং হারাম থেকে বিরত থাকা আমাদের সকলের কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মতন বা মূল বিষয়বস্তুর দিক থেকে হাদিস কত প্রকার ?
(ক) চার প্রকার (খ) দুই প্রকার (গ) তিন প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২। সনদ হিসেবে হাদিস কত প্রকার ?
(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার (গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

৩। হালাল শব্দের অর্থ কি ?
(ক) বৈধ (খ) অবৈধ (গ) ওজনে কম দেয়া (ঘ) ঘৃণা করা

৪। হালাল পথে উপার্জন করা
(ক) নফল (খ) ওয়াজিব (গ) ফরয (ঘ) নফল

৫। হারাম পথে উপার্জনকারীর স্থান কোথায় ?
(ক) জান্নাতে (খ) জাহান্নামে (গ) কারাগারে (ঘ) অফিসে

৬। কোন্ খাদ্য সবচেয়ে উত্তম ?
(ক) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য (খ) অপরের হাতে উপার্জিত খাদ্য
(গ) চুরি করে উপার্জিত খাদ্য (ঘ) ছিনতাইকৃত খাদ্য

৭। 'যে ব্যক্তির শরীর হারাম সম্পদ দ্বারা গঠিত হয় তার স্থান জাহান্নাম'- এটি কার কথা ?
(ক) আল্লাহর (খ) রাসুলের (স.) -এর
(গ) আলি (রা.)-এর (ঘ) ঈসা (আ)-এর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১। সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। এর থেকে বুঝা যায় মানুষের সেবা করার পাশাপাশি জীব-জন্তু, পশু-পাখি এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে ।

উদ্দীপকটি থেকে বুঝা যায়

(!) এক মানুষের প্রতি অপর মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে (!!) পশু-পাখি, গাছ-পালা এবং অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও মানুষের দায়িত্ব রয়েছে (!!!) মানুষ কেবল নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না।

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) ! ও !! (খ) !! ও !!! (গ) ! ও !!! (ঘ) !, !! ও !!!

২। নিচের তথ্যটি লক্ষ করুন-
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'কারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের অনুসরণীয় পথ ব্যতীত অন্য পথে চলে, তবে আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিকে সে ফিরে এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাবো, আর তা নিকৃষ্টতম আবাসস্থল।'(সুরা আন-নিসা, ৪ : ১১৫)

!. 'ইজমা' ইসলামি শরিয়তের একটি অন্যতম দলিল।
!!. 'ইজমার উপর আমল করা আবশ্যক।
!!!. 'ইজমার' বিরোধিতা করা পাপ।

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) ! (খ) ! ও !! (গ) !! ও !!! (ঘ) !, !!, ও !!!

৩। নিচের তথ্যসমূহ লক্ষ্য করুন-
!. পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর ফরয
!!. বেতেরের নামায আদায় করা সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর ওয়াজিব
!!!. সামর্থ্যবানের উপর হজ্জ করা অত্যাবশ্যক

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) ! (খ) ! ও !! (গ) !! ও !!! (ঘ) !, !!, ও !!!

৪। 'হালাল উপার্জন করা ফরযের পর আরেকটি বড় ফরয'– এর দ্বারা উদ্দেশ্য -

(!) ফরয নামায আদায়ের পর উপার্জনের জন্য বের হতে হবে

(!!) অলস থাকা যাবে না

(!!!) ইসলাম একটি কর্মমুখর ধর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও ii (গ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তাদের কাজকর্ম পরিচালিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।' রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন- 'আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না।'

উপরের তথ্যের আলোকে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

(ক) উল্লিখিত উদ্দীপকে কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(খ) উল্লিখিত উদ্দীপকে ইজমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(গ) উল্লিখিত উদ্দীপকে কিয়াসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(ঘ) উল্লিখিত উদ্দীপকে হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২। ইসলামি শরিয়তের উৎস হচ্ছে–

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ২টি (ঘ) ৫টি

'ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা'

উপরের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন –

৩। (ক) উল্লিখিত উদ্দীপকে পুঁজিবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(খ) উল্লিখিত উদ্দীপকে সমাজতন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(গ) উল্লিখিত উদ্দীপকে কিয়াসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(ঘ) সবগুলোই ঠিক।

৪। 'কিয়াস' ইসলামি শরিয়তের কততম উৎস?

(ক) দ্বিতীয় (খ) প্রথম (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন –

হিংস্র প্রাণির গোশত মানুষের শরিরের জন্য খুব ক্ষতিকর। হিরোইন, গাঁজা, আফিম, মদ ইত্যাদিও মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। মাদকদ্রব্য মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হরণ করে এবং চেতনাকে বিলোপ করে। ফলে মানুষ নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি থেকে দূরে থাকে এবং বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়। সুদ, ঘুষ, জুয়া, হাউজি ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশ নষ্ট করে, মানবিক মূল্যবোধ ধবংস হয় এবং সমাজে বৈষম্য দেখা দেয়।

উপরের তথ্যের আলোকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

৫। (ক) উল্লিখিত উদ্দীপকে হারাম প্রাণির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(খ) মাদক থেকে দূরে থাকার আহবান জানানো হয়েছে।

(গ) অবৈধ উপার্জন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

(ঘ) সবগুলোই ঠিক।

৬। শরিয়তের দৃষ্টিতে নিচের কোনটি ফরযে আইন ?

(ক) রমযান মাসের রোযা পালন করা (খ) ঘুষ থেকে বিরত থাকা

(গ) সুদ থেকে বিরত থাকা (ঘ) সবগুলোই ঠিক।

সৃজনশীল (রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন)

১। ইসলামি শরিয়তের উৎস সম্পর্কে শিক্ষক আবদুল গফুর সাহেব ক্লাসে আলোচনা করছিলেন। শরিফ নামের এক শিক্ষার্থি দাঁড়িয়ে শিক্ষকের কাছে জানতে চাইল, আল্লাহ তায়ালা তো কুরআনেই সব কিছু বর্ণনা করেছেন। কাজেই হাদিসের প্রয়োজন কী ? আবদুল গফুর সাহেব বললেন, হাদিস ছাড়া কুরআন যথাযথভাবে বোঝা যায় না।

(ক) হাদিস বা সুন্নাহ বলতে কী বোঝায় ?

(খ) হাদিস ছাড়া কুরআন বোঝা যায় না-কথাটি বুঝিয়ে বলুন।

(গ) হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(ঘ) হাদিস কীভাবে সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করা হয় ? ব্যাখ্যা করুন।

২। আল্লাহ মানব জাতিকে চিন্তা-গবেষণা করার আহবান জানিয়ে বলেন- 'অতএব হে জ্ঞানীগণ ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।' অপর দিকে রাসূলুল্লাহ (স) মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামানে শাসনকর্তারূপে প্রেরণকালে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে, তখন তুমি কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? মুয়ায প্রথমে আল্লাহর কিতাব, দ্বিতীয়ত রাসূলের সুন্নাহ, তৃতীয়ত ইজমা এবং সর্বশেষ নিজের বিবেক বিবেচনা মত কাজ করার কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর কথায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

(ক) কিয়াস কী ?

(খ) কখন কিয়াস করা যাবে ?

(গ) সমাজে উদ্ভুত নতুন নতুন সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলামি শরিয়তের পর্যায়ক্রমিক ধারাগুলো কী কী ?

(ঙ) 'ইসলাম একটি গতিশীল জীবন ব্যবস্থা'- উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

৩। ফয়সাল ও শাহীন রিক্সা যোগে স্কুলে যাওয়ার পথে রাস্তায় একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে। তারা রিক্সা থেকে নেমে ব্যাগটি সংগ্রহ করে দেখতে পায় যে, এর মধ্যে অনেকগুলো টাকা রয়েছে। ব্যাগের স্টিকারে মালিকের নাম-ঠিকানাও ছিলো। ফয়সাল টাকার ব্যাগটি ঐ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শাহীন টাকাগুলো দুইজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে চায়। ফয়সাল বলল, এ টাকা ভোগ করা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম।

(ক) হারাম কী ?

(খ) হারাম বস্তুর একটি তালিকা দিন।

(গ) হারামের কুফল বর্ণনা করুন ।

(ঘ) অবৈধ উপার্জনের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে কী নির্দেশনা রয়েছে ?

৪। আতাউর রহমান স্বল্প বেতনের একজন চাকুরে। বেতনের টাকায় তার সংসার চলে না। কিন্তু তার আরেক সহকর্মী একই পদে চাকুরি করে বেশ ভালই আছেন। অফিসে বেতনের বাইরেও অবৈধভাবে অনেক রোজগারের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আতাউর রহমান অবৈধ সুযোগ নিতে চান না। তিনি মনে করেন, এভাবে টাকা উপার্জন করা হারাম। তাই ছুটির দিনগুলোতে তিনি বাসায় বসে না থেকে স্থানীয় বাজারে কাপড় বিক্রি করেন। আবার কখনো কখনো মাঝে মধ্যে কৃষি কাজও করেন । এভাবেই তার সংসার চলে।

(ক) হালাল কী।

(খ) আতাউর রহমানের কাজের মধ্যে কীসের প্রকাশ ঘটেছে ?

গ) হালালের সুফল বর্ণনা করুন।

ঘ) মানব জীবনে হালাল-হারামের প্রভাব কতটুকু ?

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.গ ২.খ ৩.ক ৪.গ ৫.খ ৬.ক ৭.খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন উত্তরমালা : ১.ঘ ২.ঘ ৩.ঘ ৪.গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন : ১.গ ২.খ ৩.গ ৪.ঘ ৫.ঘ ৬.ঘ